৫০তম বিসিএস প্রিলি

ফুল কোর্স

বাংলা ভাষা

লেকচার: ০৭

টপিক:

- ✓ প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ ও বাক্য শুদ্ধি
- ✓ বাক্য ও বাক্য প্রকরণ
- ✓ বাংলা বানানের নিয়ম

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

❑ **অপপ্রয়োগ ঘটার কারণ:** ৩টি কারণে ভাষার অপপ্রয়োগ ঘটে -

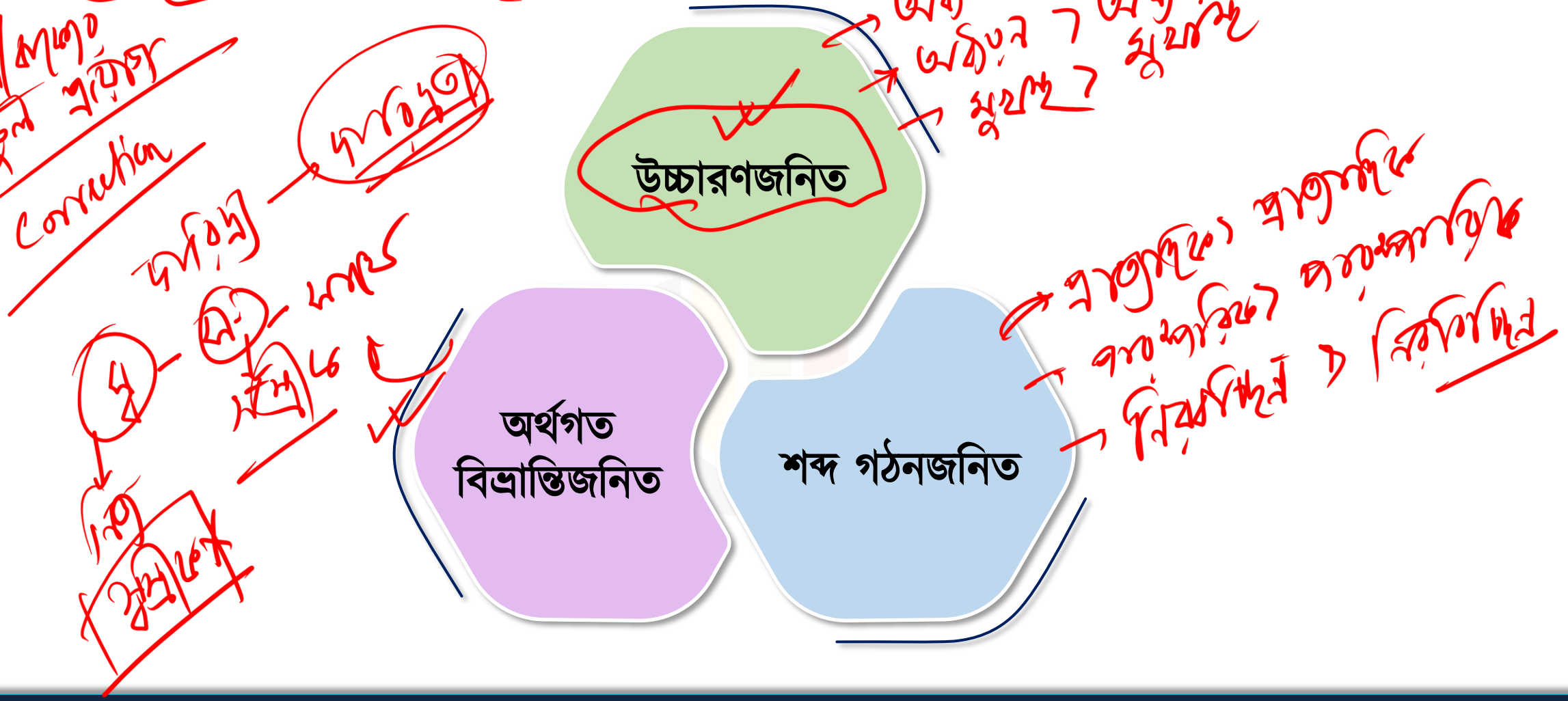

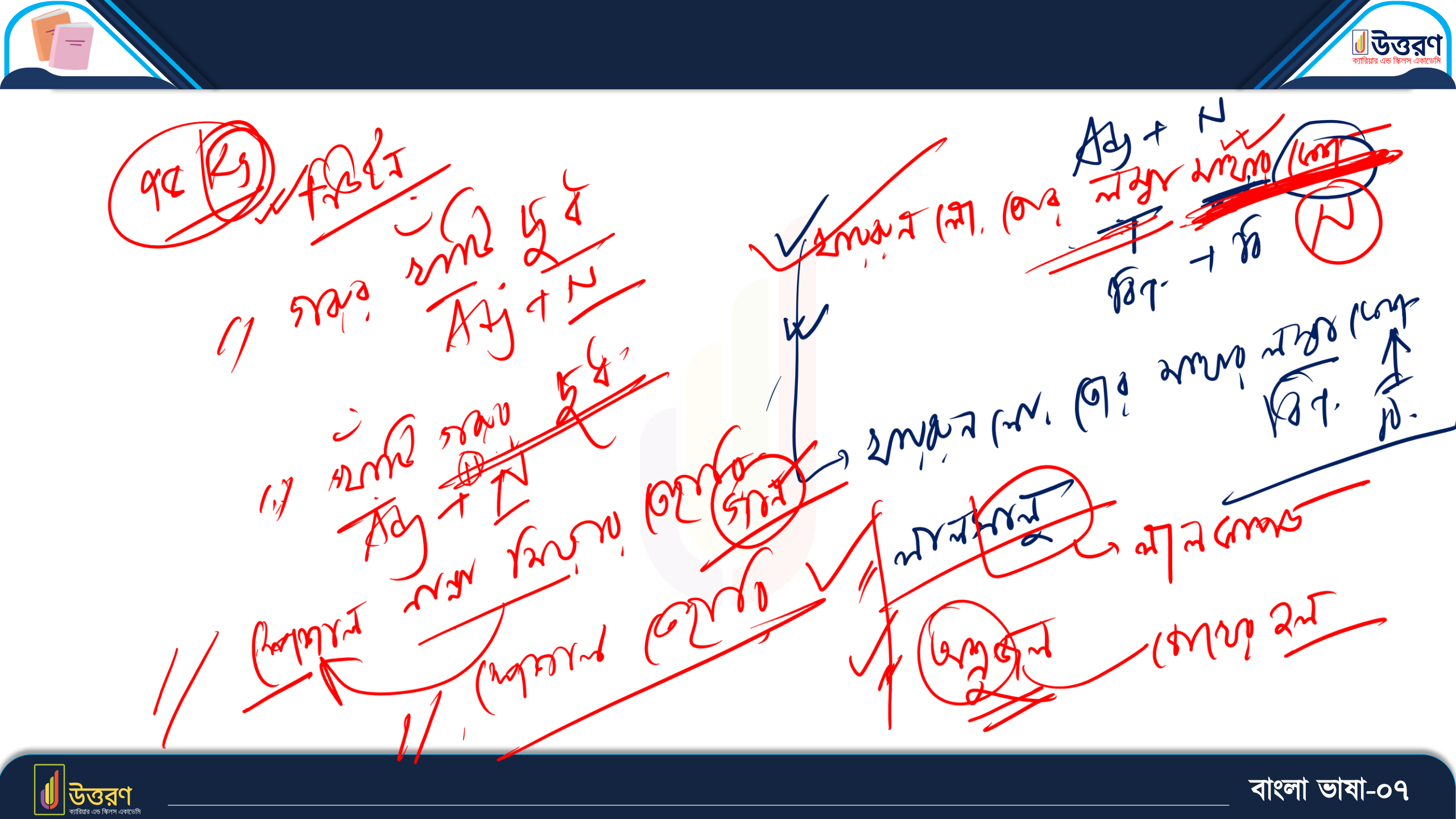

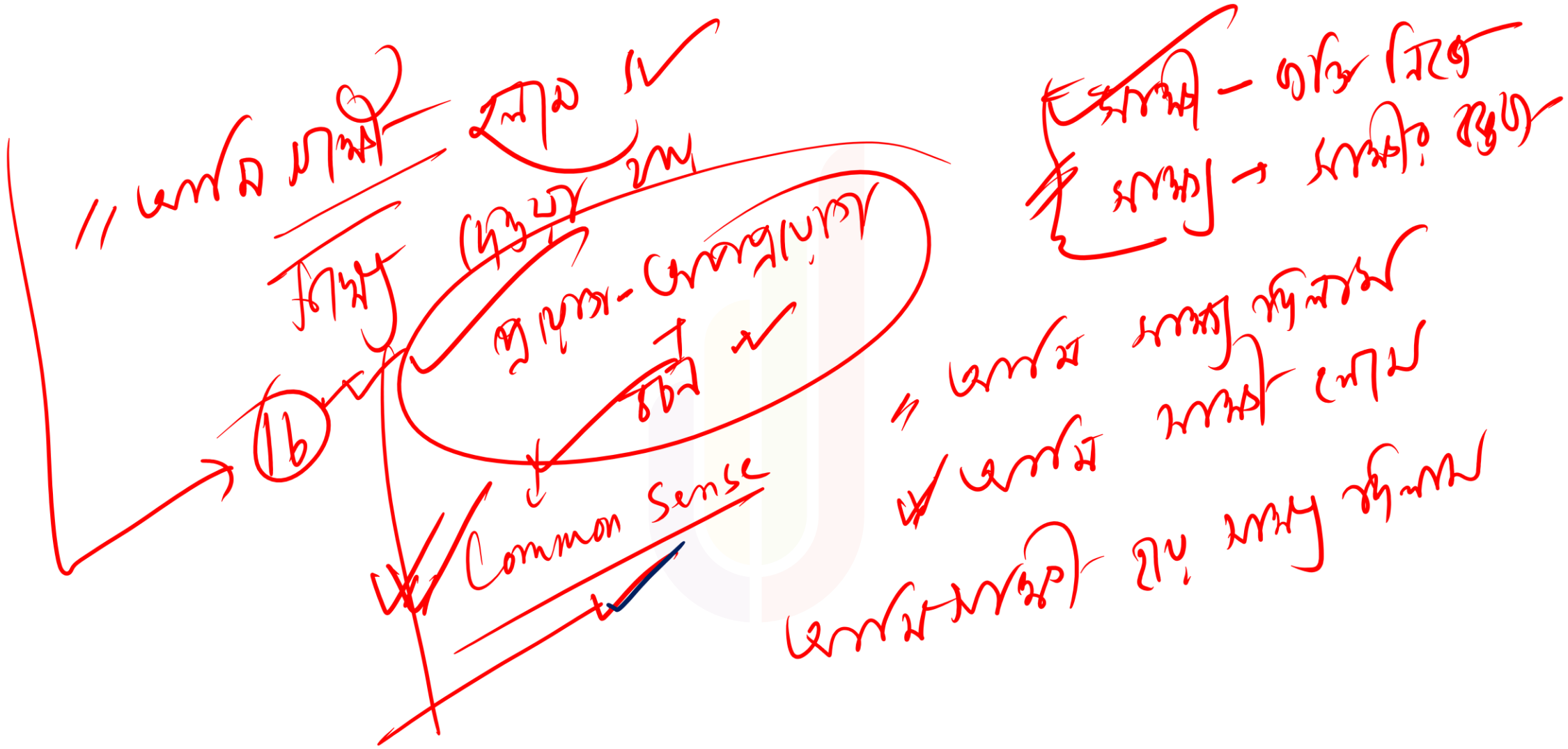

অপপ্রয়োগের গুরুত্বপূর্ণ কিছু দৃষ্টান্ত	
অত্র-যত্র-তত্র	‘অত্র’ শব্দের অর্থ ‘এখানে’, ‘তত্র’ শব্দের অর্থ ‘সেখানে’; এবং ‘যত্র’ শব্দের অর্থ ‘যেখানে’। এই অর্থে ‘অত্র’ ব্যবহার অশুদ্ধ।
আকণ্ঠ পর্যন্ত	‘আকণ্ঠ’ দ্বারা কণ্ঠ পর্যন্ত বোঝায়। তাই এর সাথে ‘পর্যন্ত’ যোগ করা অপপ্রয়োগ।
অশ্রুজল	অশ্রু অর্থই চোখের জল। তাই অশ্রুজল ব্যবহার করা অপপ্রয়োগ।
অধীনস্ত	বহুল প্রচলিত হলেও শব্দটি ভুল। সঠিক শব্দ হবে অধীন।
ইদানীংকাল	‘ইদানীং’বলতে বর্তমান কাল বোঝায়। অর্থাৎ ‘ইদানীং’শব্দের সাথে ‘কাল’ যুক্ত করে ‘ইদানীংকাল’ লিখলে বাহুল্যজনিত অপপ্রয়োগ হবে।
আশ্চর্য/আশ্চর্যান্বিত	আশ্চর্য শব্দটির মূল অর্থ হচ্ছে ‘বিস্ময়কর’ বিস্মিত অর্থে এই শব্দের ব্যবহার বহুল প্রচলিত হলেও ভুল। যেমন: ব্যাপারটি দেখে আমি আশ্চর্য হলাম। সঠিক হবে- ব্যাপারটি দেখে আমি আশ্চর্যান্বিত হলাম।

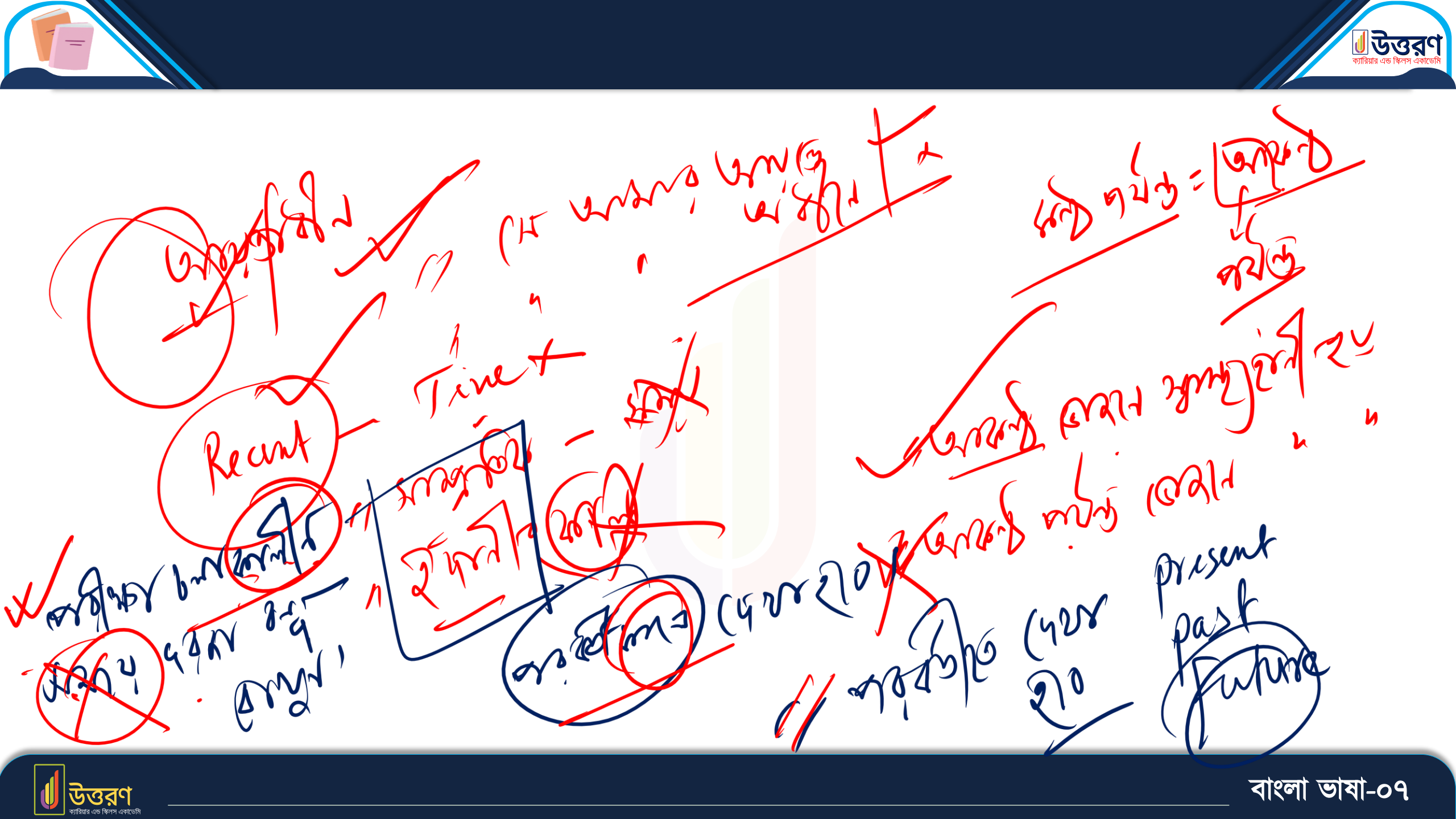

Recent

Time

present

past

Future

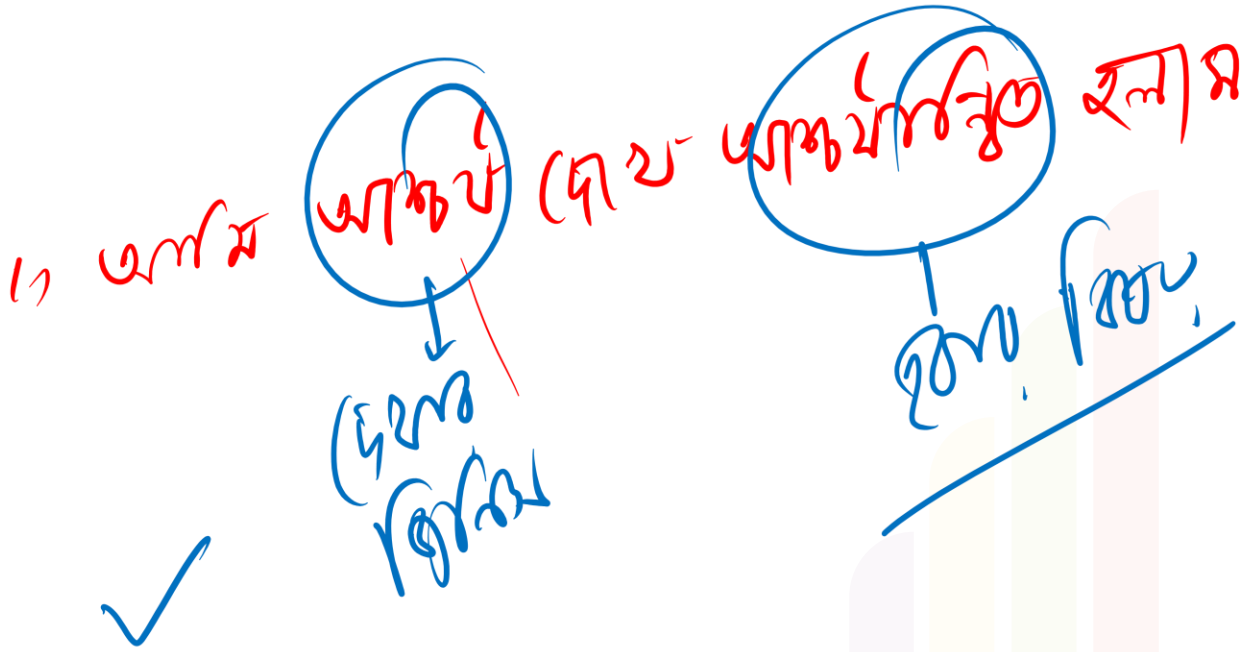

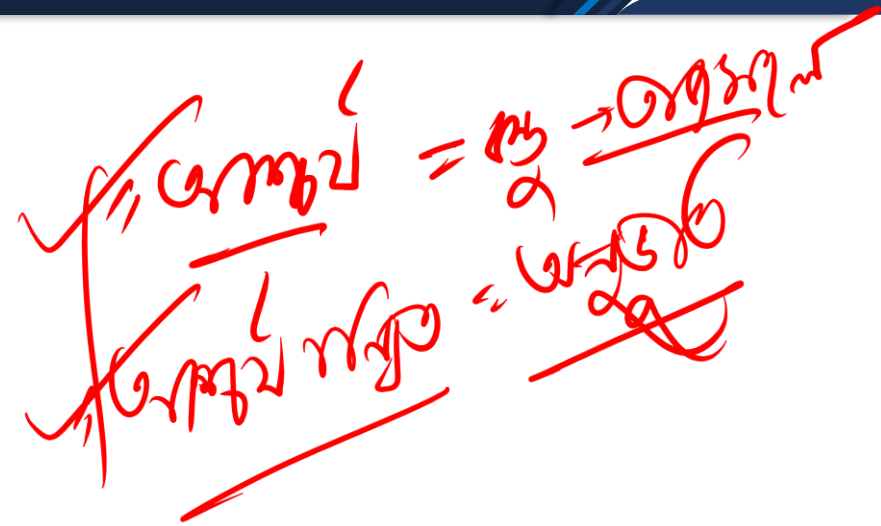

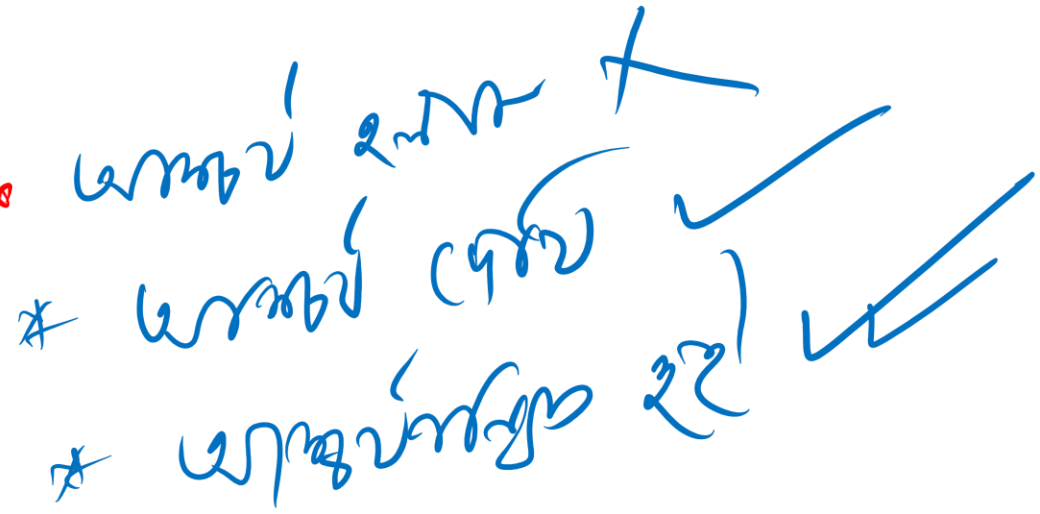

অপপ্রয়োগের গুরুত্বপূর্ণ কিছু দৃষ্টান্ত	
দাহ্যশক্তি	দহন বা দাহ করার শক্তি বোঝাতে 'দাহ্যশক্তি' লেখা ভুল প্রয়োগ । 'দাহ্য' শব্দের অর্থ: যা সহজে দগ্ধ হয় বা দহন যোগ্য । তাই 'দাহ্যশক্তি' এর স্থলে লিখতে হবে দাহিকা শক্তি।
কেবলমাত্র/শুধুমাত্র	যেখানে 'কেবল' লেখাই যথেষ্ট কিংবা 'শুধু' লিখলেই যেখানে চলে, সেখানে 'কেবলমাত্র'বা 'শুধুমাত্র' লিখলে বাহুল্য দোষ ঘটে।
উৎকর্ষতা	উৎকর্ষ শব্দটি বিশেষ্য। তাই এর সাথে পুনরায় 'তা' যোগ করলে অপপ্রয়োগ হবে।
ভাষাভাষী	ভাষা ব্যবহারকারী বোঝাতে ভাষাই যথেষ্ট। তবে 'ভাষী' অর্থে 'ভাষাভাষী'শব্দটির ব্যবহার অশুদ্ধ।
পূর্বাহ্ন	'পূর্বাহ্ন' শব্দের অর্থ: দিনের প্রথম ভাগ। অনেকে পূর্বে বা আগে অর্থে 'পূর্বাহ্ন' শব্দটির ব্যবহার করে, যা অপপ্রয়োগ।
সাম্প্রতিককাল	'সাম্প্রতিক' বা 'সম্প্রতি' দ্বারা কাল বোঝায়। অর্থাৎ সাম্প্রতিক বা সম্প্রতি শব্দের সাথে কাল যুক্ত। 'সাম্প্রতিককাল' লিখলে বাহুল্যজনিত অপপ্রয়োগ হবে।

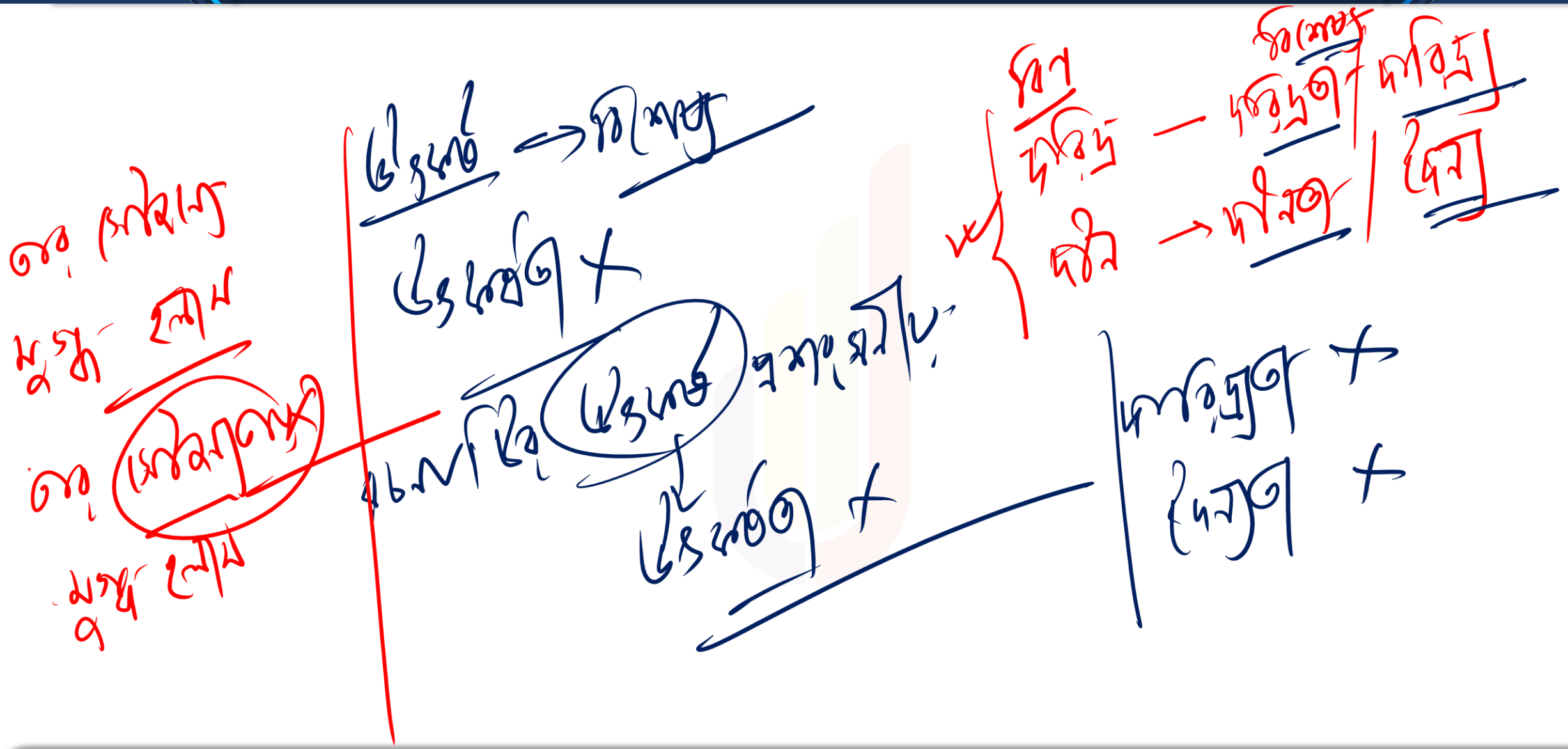

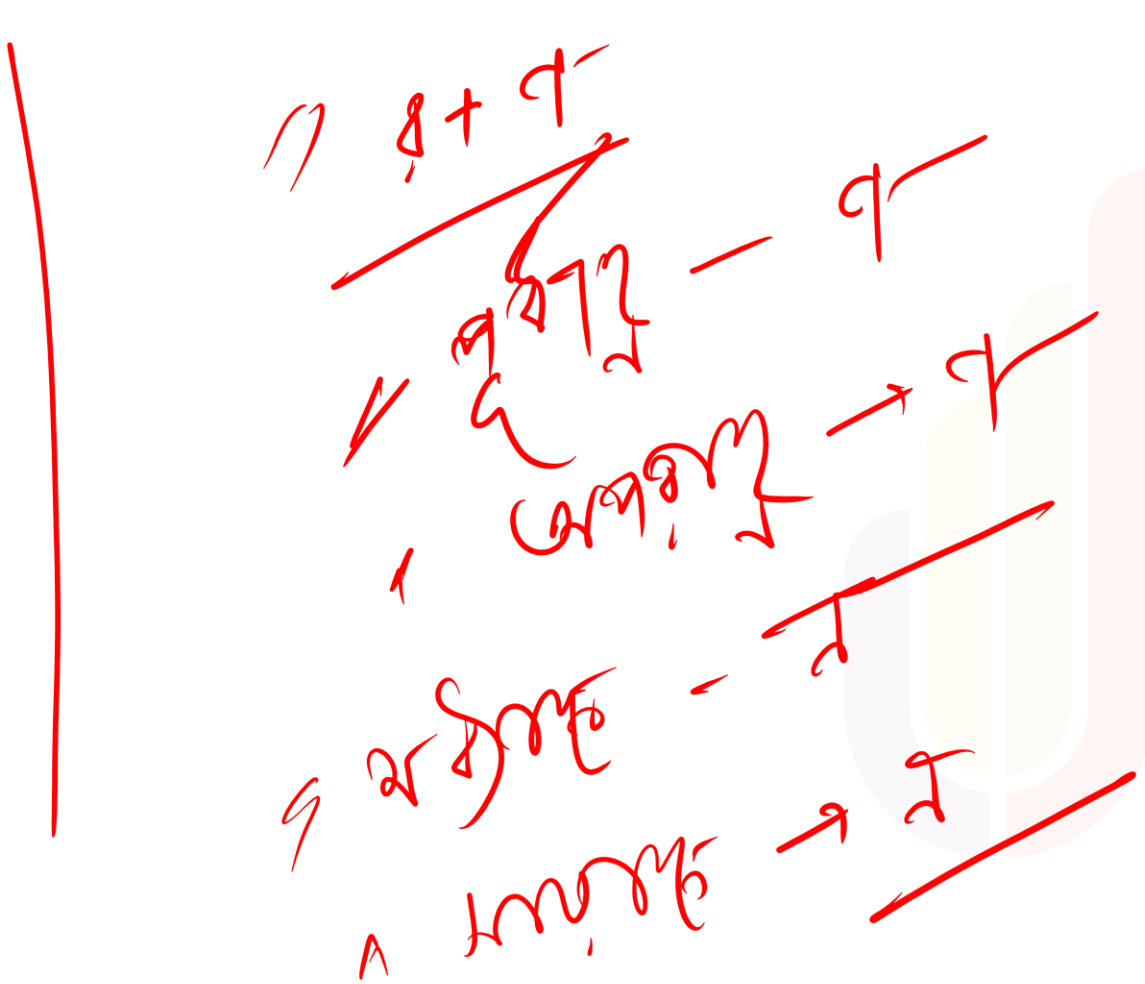

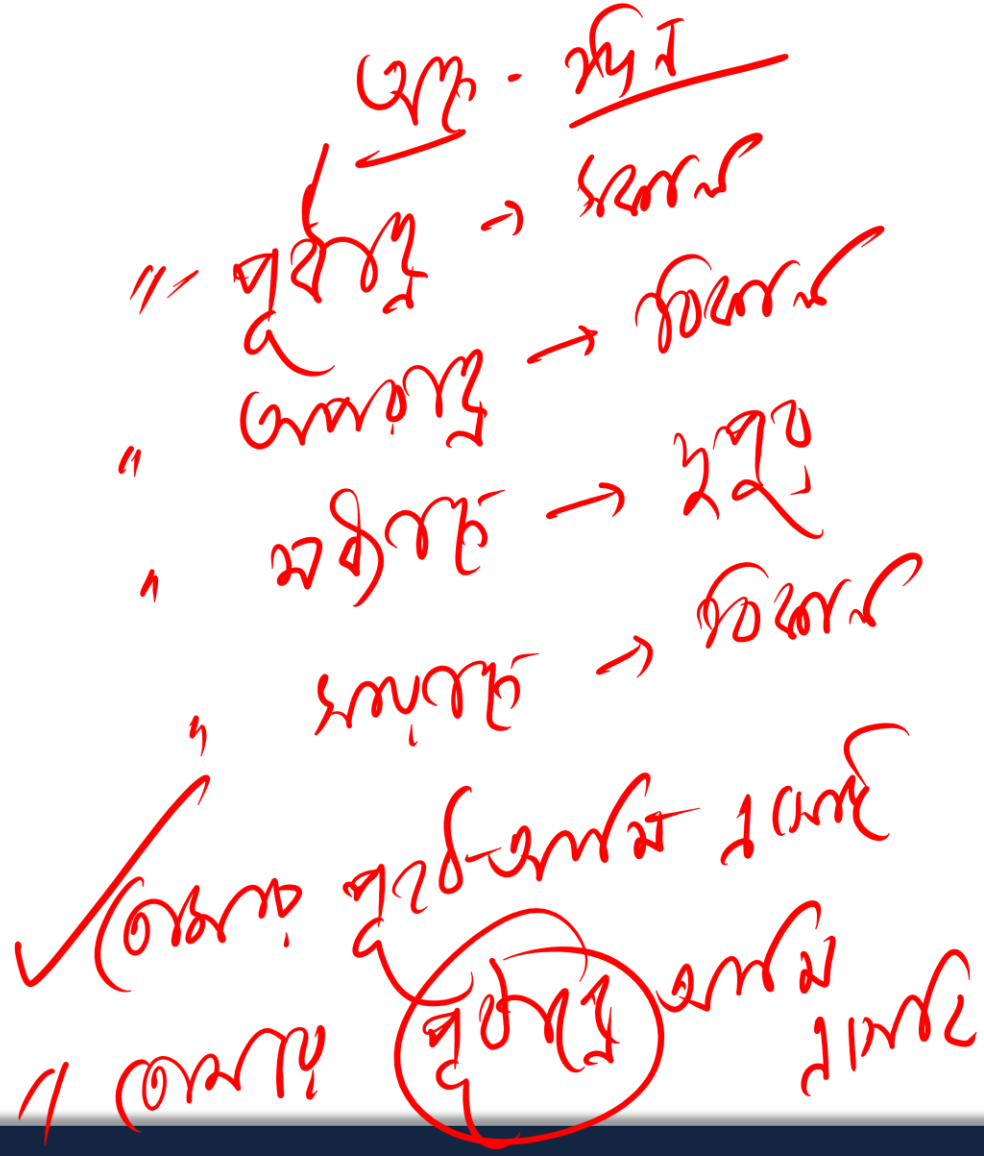

অপপ্রয়োগের গুরুত্বপূর্ণ কিছু দৃষ্টান্ত	
ঠিক/সঠিক	আধুনিক বাংলা অবিধান অনুযায়ী দুটোই শুদ্ধ। সঠিক-নির্ভুল, প্রকৃত। ঠিক- (১) সত্য, নির্ভুল (২) স্থিরীকৃত (৩) কম বা বেশি নয়।
তাপদাহ	'তাপ' শব্দটির অর্থ: উষ্ণতা, উত্তাপ বা দাহ। 'তাপদাহ' শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় 'দাহদাহ'। তাপদাহ শব্দটির বহুল ব্যবহার থাকলেও শব্দটির শুদ্ধরূপ হলো 'দাবদাহ'; যার অর্থ-দাবানলের তাপ।
বৈদেহী/বিদেহী	'বিদেহ' শব্দ দ্বারা দেহশূন্য বা অশরীরী বোঝায়। 'বিদেহ' বিশেষণবাচক শব্দের সাথে ঈ-প্রত্যয়যোগে পুনরায় বিশেষণ করা হয়েছে। দুটো শব্দের ব্যবহারই অপপ্রয়োগ।
কৃতি/কৃতী	'কৃতি' শব্দটি বিশেষ্য। এর অর্থ: কাজ, সম্পাদিত কর্ম। অন্যদিকে 'কৃতী' শব্দটি বিশেষণ। এর অর্থ: কৃতকার্য বা সফল হয়েছেন এমন। তাই 'কৃতি' অর্থে 'কৃতী' শব্দের ব্যবহার অশুদ্ধ।
সাক্ষর/স্বাক্ষর	দুটো বানানই শুদ্ধ। সাক্ষর শব্দের অর্থ 'অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন'। আর স্বাক্ষর শব্দের অর্থ সই বা দস্তখত। সুতরাং বানান দুটির ব্যবহারের ক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন। অর্থ অনুযায়ী ব্যবহার না হলে তা অশুদ্ধ হবে।

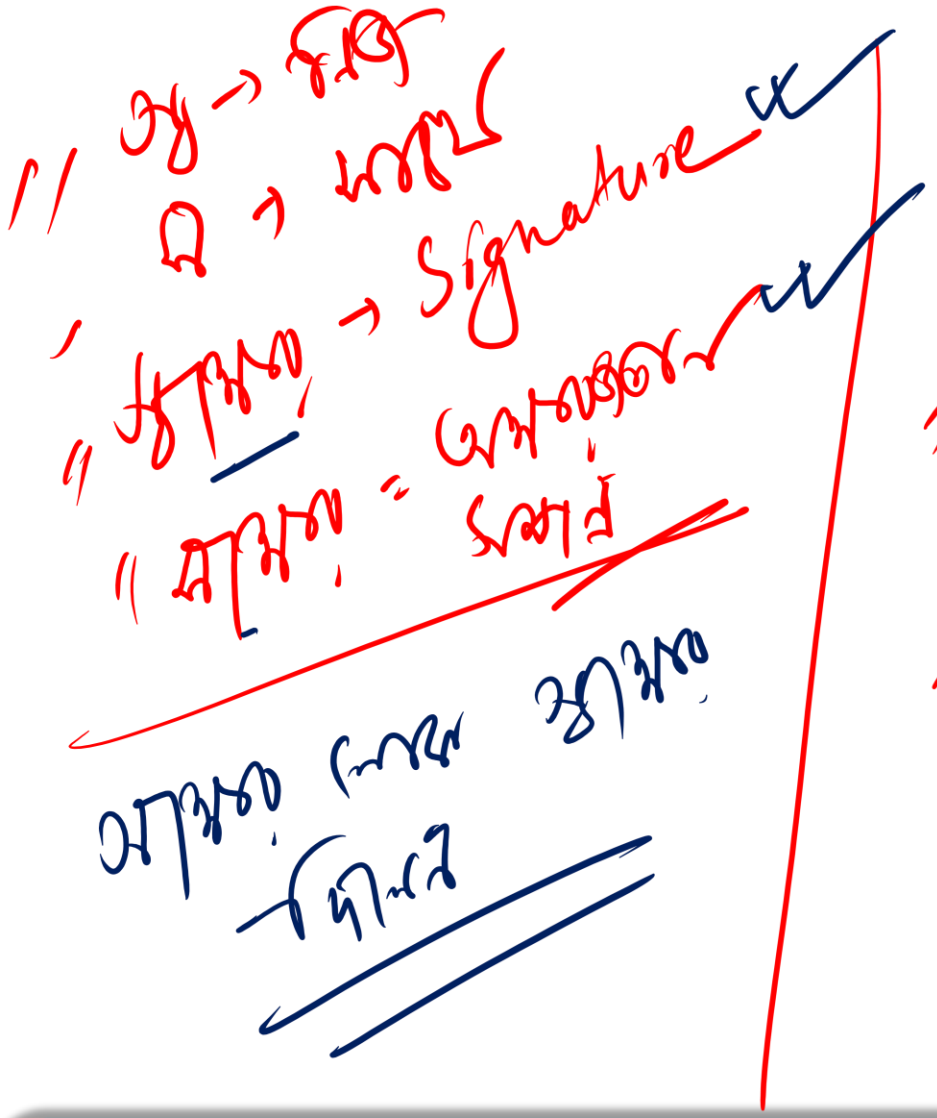

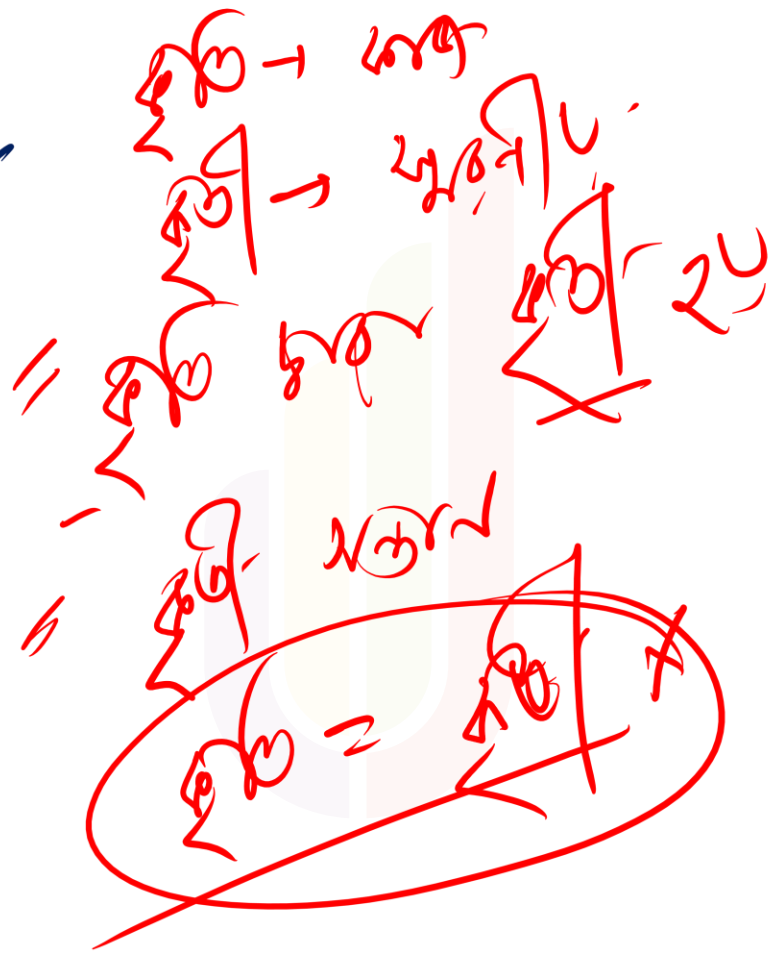

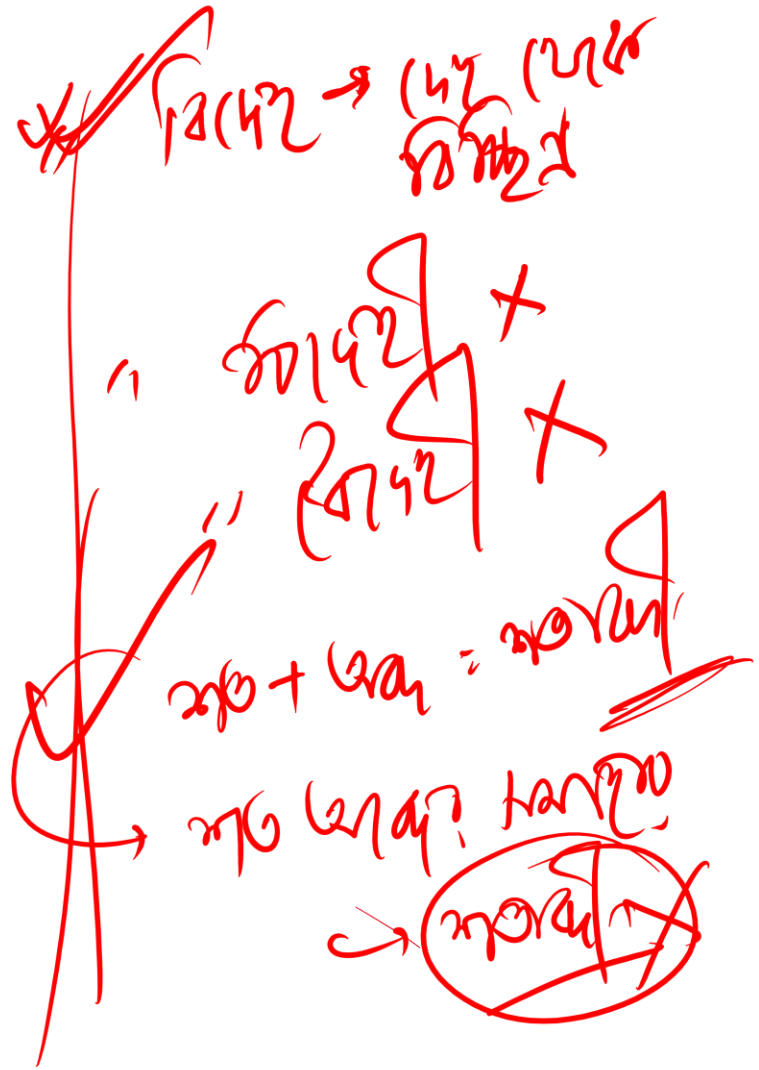

প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ ও বাক্য শুদ্ধি

	অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
শব্দের গঠনগত অপপ্রয়োগ/অশুদ্ধি	অসহ্যনীয়	অসহ্য	অধীনস্থ	অধীন
	অস্তমান	অস্তায়মান	অগ্রসরমান	অগ্রসর
	অতলস্পর্শী	অতলস্পর্শ	অশ্রুজল	অশ্রু
	একত্রিত	একত্র	ঐক্যতা	ঐক্য
	কেবলমাত্র	কেবল	কার্পণ্যতা	কার্পণ্য/কৃপণতা
	চাপল্যতা	চাপল্য/চপলতা	নিরহংকারী	নিরহংকার
	ইতিপূর্বে	ইতঃপূর্বে	সুকেশিনী	সুকেশা/সুকেশী
	সৌন্দর্যতা	সৌন্দর্য/সুন্দরতা	সুস্বাগত	স্বাগত
	সৌজন্যতা	সৌজন্য/সুজনতা	সবিনয়পূর্বক	সবিনয়ে/বিনয় পূর্বক

প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ ও বাক্য শুদ্ধি

সমার্থ শব্দের বাহুল্যজনিত অশুদ্ধি/অপপ্রয়োগ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
	আয়ত্তাধীন	আয়ত্ত/অধীন	কেবলমাত্র	কেবল/মাত্র
	আরক্তিম	আরক্ত/রক্তিম	শুধুমাত্র	শুধু/মাত্র
	সময়কাল	সময়/কাল	বিবিধপ্রকার	বিবিধ

ভুল অথচ প্রচলিত	সঠিক	ভুল অথচ প্রচলিত	সঠিক
সংস্কৃতিকবান	সংস্কৃতিমান	সুস্বাস্থ্য	স্বাস্থ্য
ইতিমধ্যে	ইতোমধ্যে	অহর্নিশি	অহর্নিশ
উপরোক্ত	উপর্যুক্ত	স্বত্ত্ব	স্বত্ব
চলমান	চলন্ত	প্রবাহমান	প্রবহমান
মৌনতা	মৌন	একত্রিত	একত্র
সুবুদ্ধিমান	বুদ্ধিমান	সুস্বাগত	স্বাগত

কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ- অপপ্রয়োগের উদাহরণ

অশুদ্ধ **শুদ্ধ**	একথা প্রমাণ হয়েছে। এ কথা প্রমাণিত হয়েছে।	**অশুদ্ধ** **শুদ্ধ**	অর্ধাঙ্গিনীর অশ্রুজল দেখে স্বামী শোকে মোহ্যমান হলেন। অর্ধাঙ্গীর অশ্রু দেখে স্বামী শোকে মুহ্যমান হলেন।
অশুদ্ধ **শুদ্ধ**	খাঁটি গরুর দুধ স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। গরুর খাঁটি দুধ স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।	**অশুদ্ধ** **শুদ্ধ**	যে অপমান হয়েছে, এ ঘটনা আমি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সে অপমানিত হয়েছে, এ ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ করেছি।
অশুদ্ধ **শুদ্ধ**	সকল শিক্ষার্থীগণ পাঠে মনোযোগী নয়। সকল শিক্ষার্থী পাঠে মনোযোগী নয়।	**অশুদ্ধ** **শুদ্ধ**	তাহার সৌজন্যতা ভুলতে পারবো না। তার সৌজন্য ভুলতে পারবো না।
অশুদ্ধ **শুদ্ধ**	ছোট নাটকটি সবাইকে মুগ্ধ করলো। নাটিকাটি সবাইকে মুগ্ধ করলো।	**অশুদ্ধ** **শুদ্ধ**	দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়। দীনতা প্রশংসনীয় নয়।

প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ ও বাক্য শুদ্ধি

কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ- অপপ্রয়োগের উদাহরণ

অশুদ্ধ **শুদ্ধ**	সকল বন্যার্তদের ত্রাণসামগ্রী দেয়া হয়েছে। সকল বন্যার্তকে/ বন্যার্তদের ত্রাণসামগ্রী দেয়া হয়েছে।	**অশুদ্ধ** **শুদ্ধ**	ব্যাপারটা আমার আয়ত্তাধীন নয়! ব্যাপারটা আমার আয়ত্তে (বা অধীন) নয়।
অশুদ্ধ **শুদ্ধ**	বিদেশী অতিথিদের সুস্বাগত জানানো হলো। বিদেশি অতিথিদের স্বাগত জানানো হলো।	**অশুদ্ধ** **শুদ্ধ**	তৎকালীন সময়ে সরকারের ভূমিকা সমালোচিত হয়। তৎকালে (বা সে সময়ে) সরকারের ভূমিকা সমালোচিত হয়।
অশুদ্ধ **শুদ্ধ**	যেসব ছাত্রীরা এখানে উপস্থিত, তারা সবাই ঢাকাবাসী। যেসব ছাত্রী/যে ছাত্রীরা এখানে উপস্থিত তারা সবাই ঢাকাবাসী।	**অশুদ্ধ** **শুদ্ধ**	সপ্তাহব্যাপী কলেজে বিজ্ঞান মেলা শুরু হয়েছে। কলেজে সপ্তাহব্যাপী বিজ্ঞান মেলা শুরু হয়েছে।
অশুদ্ধ **শুদ্ধ**	অনাবশ্যকীয় ব্যাপারে কৌতূহল ভালো নয়। অনাবশ্যক ব্যাপারে কৌতূহল ভালো নয়।	**অশুদ্ধ** **শুদ্ধ**	ডালিম ফুলের রক্তিমতা চোখে পড়ার মতো। ডালিম ফুলের রক্তিমা চোখে পড়ার মতো।

❑ বাক্যে প্রধানত ৩ ধরনের ভুল থাকে–

- সাধু ও চলিত রীতির ভুল
- বাহুল্যজনিত ভুল
- বানানের ভুল

❑ **বাহুল্যজনিত ভুল :** বাক্যে আর একটি সাধারণ ভুল থাকে, তা হলো বাহুল্য জনিত ভুল। যেমন –

ভুল	শুদ্ধ	ভুল	শুদ্ধ
সকল শিক্ষকগণ		আরক্তিম	
অশ্রুজল		বমালসহ	
কেবলমাত্র		সময়কাল	
আকণ্ঠ পর্যন্ত		সুস্বাগত	

❑ **সাধু ও চলিত রীতির ভুল:** একই বাক্যে সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণ গুরুচণ্ডালী বলা হয়।

যেমন: তুমি অধম বলিয়া আমি উত্তম হব না কেন?

➢ **শুদ্ধ বাক্য কোনটি?** [৪৮তম বিসিএস]

(ক) সারা দেশব্যাপী দিবসটি উদ্‌যাপন করা হবে।
(খ) সারা দেশে দিবসটি উদ্যাপন করা হবে।
(গ) দেশব্যাপী দিবসটি উদ্যাপন করা হবে।
(ঘ) সারা দেশে দিবসটি উদ্‌যাপন করা হবে।

➢ **'ঐক্যমত' শব্দটি কোন বিবেচনায় অশুদ্ধ নয়?** [৪৭তম বিসিএস]

(ক) মতের ঐক্য - এভাবে সমাসসাধিত ধরলে
(খ) একমত+য - এভাবে প্রত্যয়সাধিত ধরলে
(গ) ঐক্য+মত - এভাবে উপসর্গসাধিত ধরলে
(ঘ) ঐক্যমত শব্দটিকে পারিভাষিক শব্দ ধরলে

➢ **'বিরাট গরু-ছাগলের হাট' -ব্যানারে লেখা এই শিরোনামকে অপপ্রয়োগ বলা যায় না কেন?** [৪৭তম বিসিএস]

(ক) বিরাট শব্দটি হাটকে বিশেষিত করছে
(খ) বিরাট শব্দটি গরু-ছাগলকে বিশেষিত করছে
(গ) বিশেষণের অবস্থান যে-কোনো জায়গায় হতে পারে
(ঘ) বহুল ব্যবহারে প্রয়োগ-অশুদ্ধতা হারিয়েছে

➢ **'সে কৌতুক করার কৌতূহল সংবরণ করতে পারল না।'-এই বাক্য কী কারণে ত্রুটিপূর্ণ?** [৪৭তম বিসিএস]

(ক) বানান ভুল আছে
(খ) বাক্যের পদবিন্যাস যথাযথ নয়
(গ) অর্থ অনুযায়ী শব্দের প্রয়োগ হয়নি
(ঘ) বিশেষ্য-বিশেষণের অপপ্রয়োগ ঘটেছে

➢ **নিচের কোন বাক্যটি প্রয়োগগত দিক থেকে শুদ্ধ?** [৪৪তম বিসিএস]

(ক) আমি কারও সাতেও নেই, সতেরোতেও নেই।
(খ) আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।
(গ) তার দু'চোখ অশ্রুতে ভেসে গেল।
(ঘ) সারা জীবন ভূতের মজুরি খেটে মরলাম।

➢ **শুদ্ধ বাক্য নয় কোনটি?** [৪২তম বিসিএস]

(ক) বিদ্বান হলেও তার কোনো অহংকার নেই।
(খ) ইশ! যদি পাখির মত পাখা পেতাম।
(গ) অকারণে ঋণ করিও না।
(ঘ) হয়তো সোহম আসতে পারে।

➢ **কোনটিতে অপপ্রয়োগ ঘটেছে?** [৩৮তম বিসিএস]

(ক) জবাবদিহি
(খ) মিথস্ক্রিয়া
(গ) একত্রিত
(ঘ) গৌরবিত

➢ **কোন বাক্যটি শুদ্ধ?** [৩৭তম বিসিএস]

(ক) আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।
(খ) তার কথা শুনে আমি আশ্চর্যান্বিত হলাম।
(গ) তোমার পরশ্রীকাতরতায় আমি মুগ্ধ।
(ঘ) সেদিন থেকে তিনি সেখানে আর যায় না।

➢ **কোন বাক্যটি শুদ্ধ?** [৩৫তম বিসিএস]

(ক) দৈন্যতা সর্বদা মহত্ত্বের পরিচায়ক নয়।
(খ) দৈন্য সর্বদা মহত্ত্বের পরিচায়ক নয়।
(গ) দৈন্যতা সর্বদা মহত্ত্বের পরিচায়ক নয়।
(ঘ) দৈন্য সর্বদা মহত্ত্বের পরিচায়ক নয়।

➢ **কোন বাক্যটি শুদ্ধ?** [৩৩তম বিসিএস]

(ক) তোমার গোপন কথা শোনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।
(খ) দরিদ্রতা আমাদের প্রধান সমস্যা।
(গ) সলজ্জিত হাসি হেসে মেয়েটি উত্তর দিল।
(ঘ) সর্ব বিষয়ে বাহুল্যতা বর্জন করা উচিত।

➢ **কোন বাক্যটি শুদ্ধ?** [২৫তম বিসিএস]

(ক) তাহার জীবন সংশয়পূর্ন।
(খ) তাহার জীবন সংশয়ময়।
(গ) তাহার জীবন সংশয়াপূর্ণ।
(ঘ) তাহার জীবন সংশয়ভরা।

➢ **'উৎকর্ষতা' কি কারণে অশুদ্ধ?** [২৪তম বিসিএস]

(ক) সন্ধিজনিত (খ) প্রত্যয়জনিত (গ) উপসর্গজনিত (ঘ) বিভক্তিজনিত

➢ **শুদ্ধ বাক্যটি চিহ্নিত করুন-** [১২তম বিসিএস]

(ক) বিদ্যান ব্যক্তিগণ দরিদ্রের শিকার হন।
(খ) বিদ্যান ব্যক্তিগণ দারিদ্রতার শিকার হন।
(গ) বিদ্বান ব্যক্তিগণ দারিদ্র্যের শিকার হন।
(ঘ) বিদ্যান ব্যক্তিগণ দরিদ্রতার স্বীকার হন।

➢ **কোনটি শুদ্ধ বাক্য?** [১১তম বিসিএস]

(ক) একটা গোপনীয় কথা বলি।

(খ) একটি গোপন কথা বলি।

(গ) একটি গোপন কথা বলি।

(ঘ) একটি গুপ্ত কথা বলি।

➢ **শুদ্ধ বাক্য কোনটি?** [১০তম বিসিএস]

(ক) দুর্বলবশত অনাথিনী বসে পড়া।

(খ) দুর্বলতাবশতঃ অনাথিনী বসে পড়ল।

(গ) দুর্বলতাবশত অনাথা বসে পড়ল।

(ঘ) দুর্বলবশত অনাথা বসে পড়ল।

- একটি আদর্শ বাক্যের তিনটি গুণ থাকা আবশ্যক–

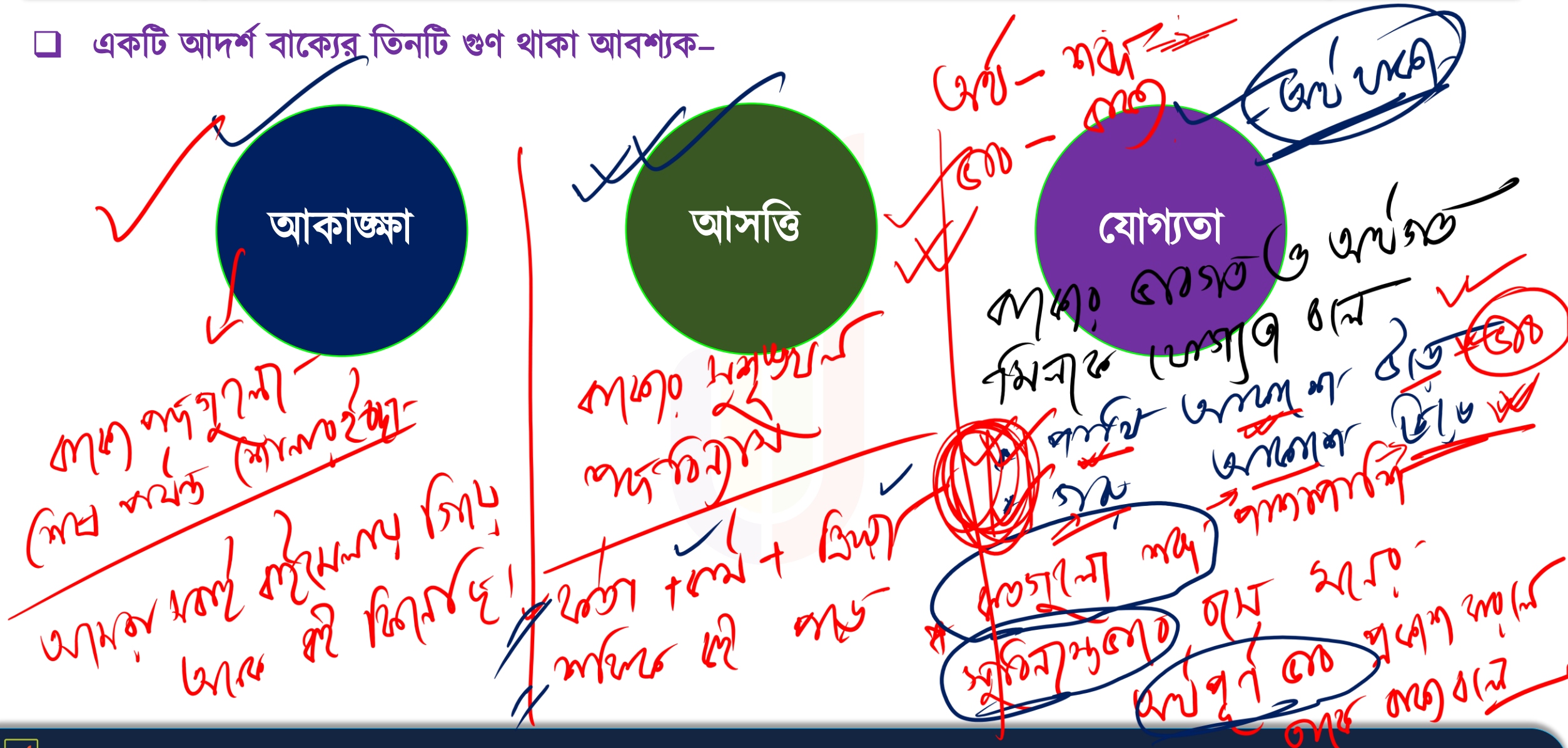

- বাক্যের যোগ্যতার সঙ্গে যেসব বিষয় জড়িত থাকে–

১। রীতিসিদ্ধ অর্থবাচকতা

২। দুর্বোধ্যতা

৩। উপমার ভুল

৪। বাহুল্য-দোষ

৫। গুরুচণ্ডালী দোষ

৬। বাগ্‌ধারার ত্রুটি

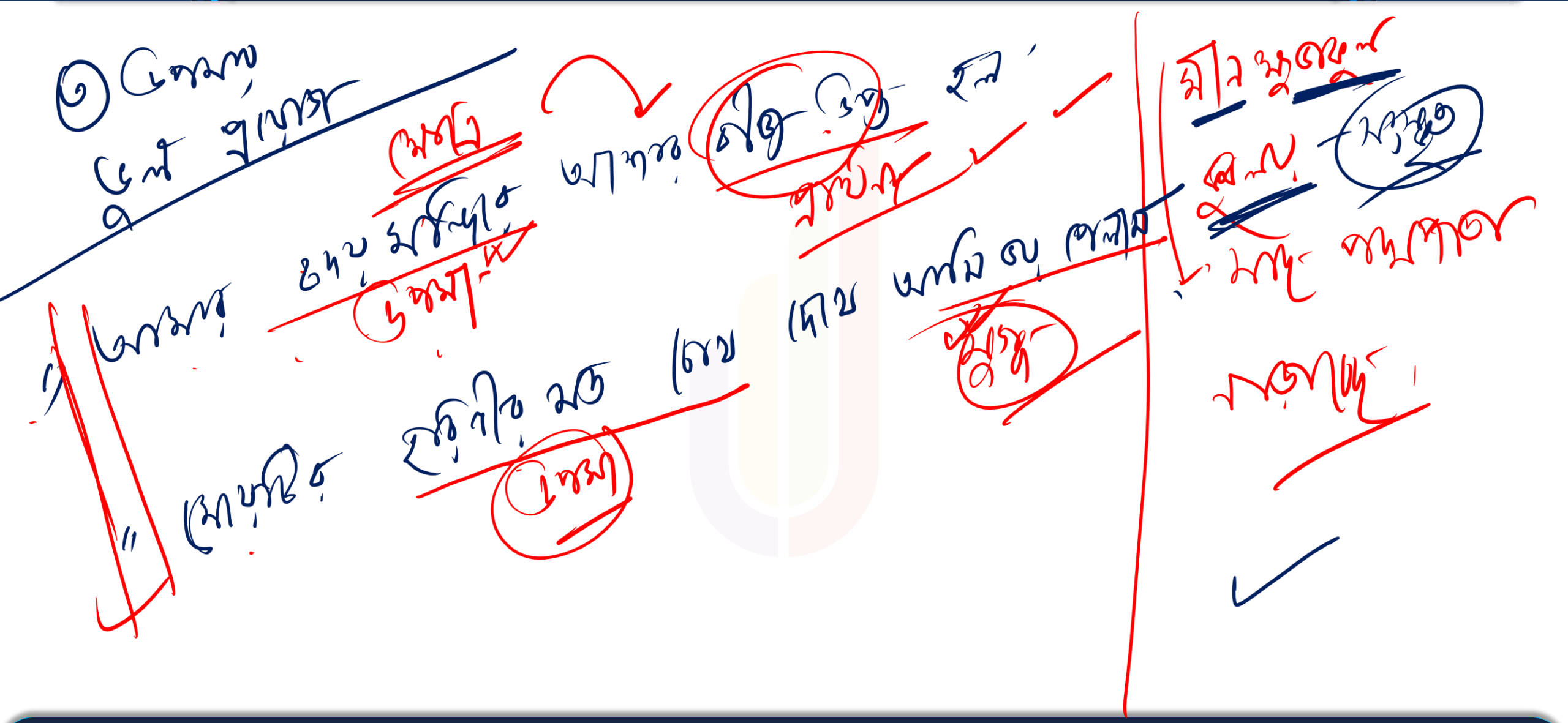

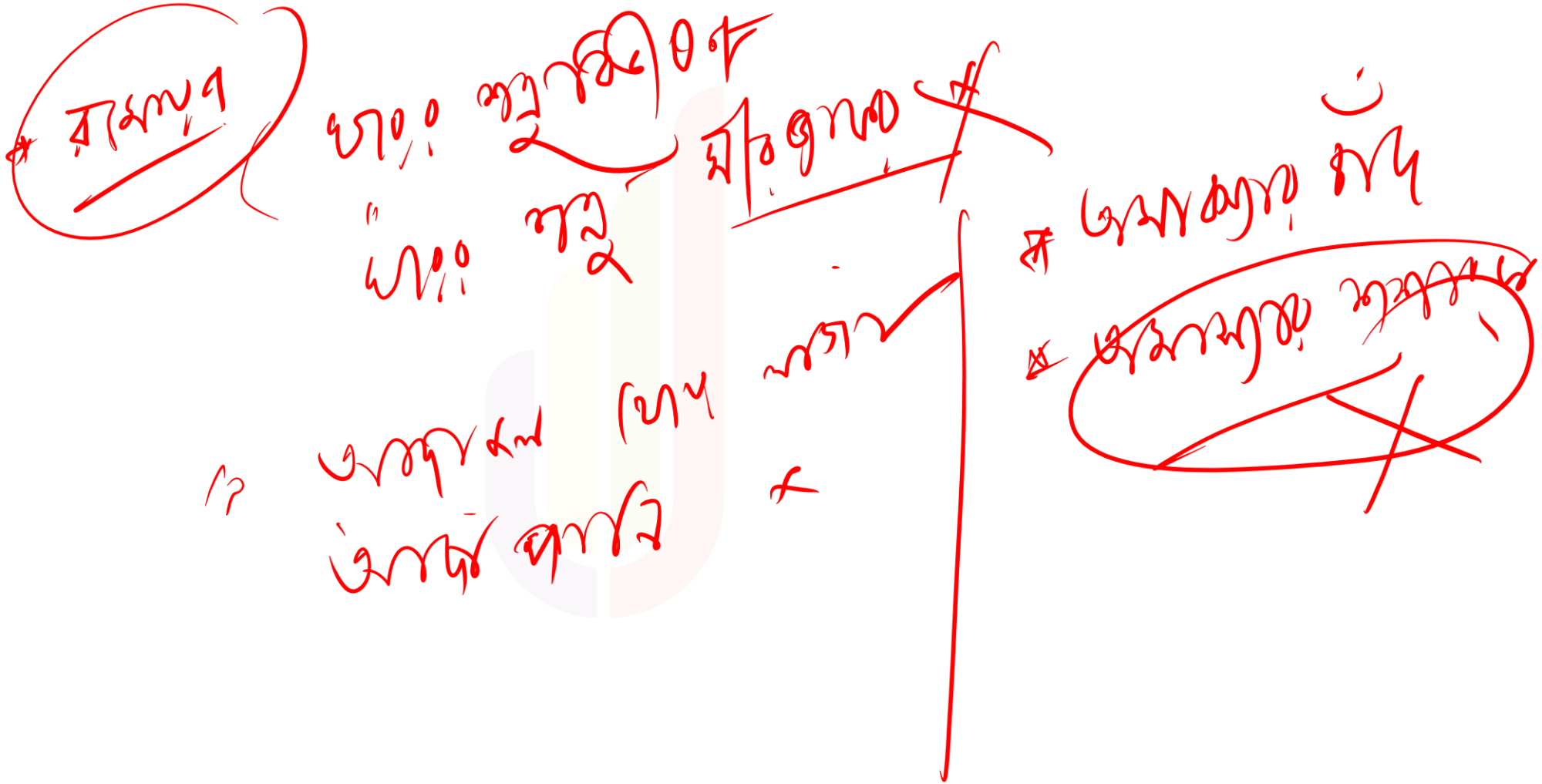

❑ বাক্যের প্রকারভেদ

- সরল বাক্য
- যৌগিক বাক্য
- জটিল বা মিশ্র বাক্য

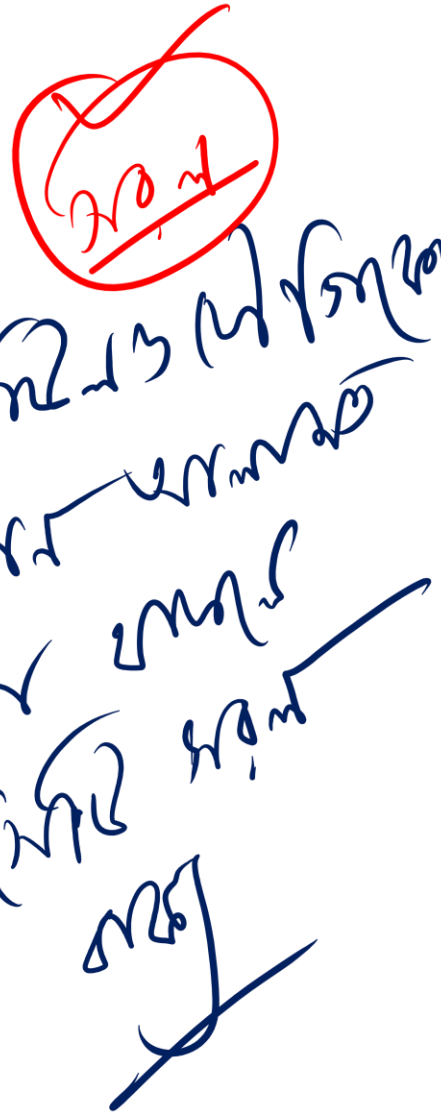

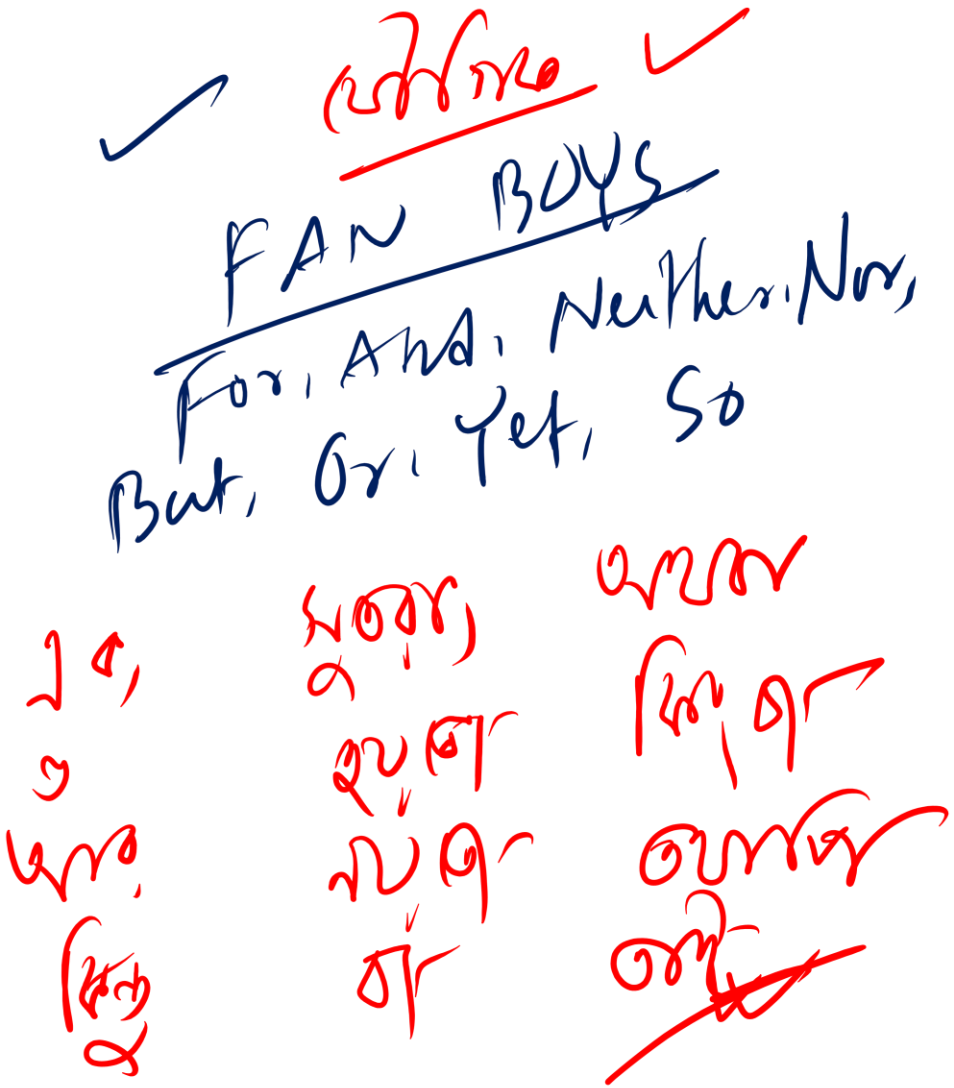

* মানবতাবাদী হওয়াটা প্রয়োজন সবার।

* যেসব হয় মানবতাবাদী সেসব হয় সবার।

* কিছু হয় মানবতাবাদী এবং,

মানবসেবী সকল উত্তম বলবান সেসব

১. উত্তম

২. কিছু সকল মানবসেবী।

* সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি

* যেহেতু সত্য কথা বলিনি সেহেতু বিপদে পড়েছি।

* সত্য কথা বলিনি তাই বিপদে পড়েছি।

❑ বাক্যের প্রকারভেদ: অর্থানুসারে বাক্য ৫ প্রকার –

- বিবৃতিমূলক বাক্য/নির্দেশাত্মক বাক্য
- প্রশ্নবোধক বাক্য
- প্রার্থনাসূচক বাক্য
- আদেশসূচক বাক্য
- আবেগসূচক বাক্য

❑ বাক্য রূপান্তর:

➢ সরল বাক্যকে জটিল বাক্যে রূপান্তর:

সরল বাক্য : ফরিয়াদি প্রসন্ন গোয়ালিনী।

জটিল বাক্য :

➢ জটিল বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর

জটিল বাক্য : আমি যে গান গাই, তা যৌবনের গান।

সরল বাক্য :

➢ সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর

সরল বাক্য : তিনি আমাকে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বাড়ি যেতে বললেন।

যৌগিক বাক্য :

বাক্য ও বাক্য প্রকরণ

➢ যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর

যৌগিক বাক্য : মা ছিল না, সুতরাং কেউ তাঁর খোঁপা বেঁধে দেয়নি।

সরল বাক্য :

➢ জটিল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর

জটিল বাক্য : যদিও আমি তাকে অনেক নিষেধ করেছি, তথাপি কোনো ফল হয়নি।

যৌগিক বাক্য :

➢ যৌগিক বাক্যকে মিশ্র বা জটিল বাক্যে রূপান্তর

যৌগিক বাক্য : তিনি বিদ্বান বটে, কিন্তু বড়ই দুর্বিনীত।

জটিল বাক্য :

➢ **নিচের কোনটি যৌগিক বাক্য?** [৪৪তম বিসিএস]

(ক) দোষ স্বীকার করলে তোমাকে শাস্তি দেওয়া হবে না।

(খ) তিনি বেড়াতে এসে কেনাকাটা করলেন।

(গ) মহৎ মানুষ বলে সবাই তাঁকে সম্মান করেন।

(ঘ) ছেলেটি চঞ্চল তবে মেধাবী।

➢ **'যিনি বিদ্বান, তিনি সর্বত্র আদরণীয়।' - এটি কোন ধরনের বাক্য?** [৪৩তম বিসিএস]

(ক) সরল বাক্য (খ) জটিল বাক্য (গ) যৌগিক বাক্য (ঘ) খণ্ড বাক্য

➢ **'তাতে সমাজজীবন চলে না।' -এ বাক্যটির অস্তিবাচক রূপ কোনটি?** [৪৩তম বিসিএস]

(ক) তাতে সমাজজীবন অচল হয়ে পড়ে

(খ) তাতে সমাজজীবন সচল হয়ে পড়ে

(গ) তাতে না সমাজজীবন চলে

(ঘ) তাতে সমাজজীবন চলে

➢ **বাক্যের দুটি অংশ থাকে-** [৪২তম বিসিএস]

(ক) প্রসাদগুণ, মাধুর্যগুণ (খ) উপমা, অলংকার

(গ) উদ্দেশ্য, বিধেয় (ঘ) সাধু, চলিত

➢ **'এবার আমার একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা হলো'- এ বাক্য কোন ধরনের?** [৪১তম বিসিএস]

(ক) অনুজ্ঞাবাচক (খ) নির্দেশাত্মক

(গ) বিস্ময়বোধক (ঘ) প্রশ্নবোধক

➢ **কোনটি সার্থক বাক্যের গুণ নয়?** [৩৮তম, ৩৫তম, ২৯তম বিসিএস]

(ক) আকাঙ্ক্ষা (খ) যোগ্যতা (গ) আসক্তি (ঘ) আসত্তি

➢ **'মিথ্যাবাদীকে সবাই অপছন্দ করে'– বাক্যটিকে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তর করলে হয়–** [৩৬তম বিসিএস]

(ক) মিথ্যাবাদীকে সবাই পছন্দ করে (খ) মিথ্যাবাদীকে সবাই পছন্দ না করে পারে না

(গ) মিথ্যাবাদীকে কেউ পছন্দ করে না (ঘ) মিথ্যাবাদীকে কেউ অপছন্দ করে না

➢ **'তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা সখিনা বিবির কপাল ভাঙল।' –এটি কোন বাক্য?** [৩৩তম বিসিএস]

(ক) সরল (খ) মিশ্র বা জটিল (গ) যৌগিক (ঘ) সংযুক্ত

➢ **'মা ছিল না বলে কেউ তার চুল বেঁধে দেয়নি।' এটি একটি-** [৩২তম বিসিএস]

(ক) জটিল বাক্য (খ) যৌগিক বাক্য (গ) সরল বাক্য (ঘ) মিশ্র বাক্য

➢ **'যে-ই তার দর্শন পেলাম, সে-ই আমরা প্রস্থান করলাম।'-এটি কোন জাতীয় বাক্য?** [২৬তম বিসিএস]

(ক) সরল বাক্য (খ) যৌগিক বাক্য (গ) মৌলিক বাক্য (ঘ) মিশ্র বাক্য

➢ **'যেহেতু তুমি বেশি নম্বর পেয়েছ, সুতরাং তুমি প্রথম হবে' কোন ধরনের বাক্য?** [২৫তম বিসিএস]

(ক) সরল (খ) জটিল (গ) যৌগিক (ঘ) অনুজ্ঞামূলক

➢ **তুমি না বলেছিলে আগামীকাল আসবে? — এখানে 'না'-এর ব্যবহার কি অর্থে?** [২৪তম বিসিএস]

(ক) না-বাচক (খ) হ্যাঁ-বাচক (গ) প্রশ্নবোধক (ঘ) বিস্ময়সূচক

➢ **'ভিক্ষুকটা যে পিছনে লেগেই রয়েছে, কী বিপদ!'- এই বাক্যের 'কী'- এর অর্থ-** [২২তম বিসিএস]

(ক) ভয় (খ) রাগ (গ) বিরক্তি (ঘ) বিপদ

➢ **'তার বয়স বেড়েছে কিন্তু বুদ্ধি বাড়েনি'- এটা কোন ধরনের বাক্য?** [১৮তম বিসিএস]

(ক) যৌগিক বাক্য (খ) সাধারণ বাক্য (গ) মিশ্র বাক্য (ঘ) সরল বাক্য

➢ **কোন বাক্যটি দ্বারা অনুরোধ বুঝায়?** [১৮তম বিসিএস]

(ক) তুই বাড়ি যা (খ) ক্ষমা করো মোর অপরাধ

(গ) কাল একবার এসো (ঘ) দূর হও

➢ **'হজরত মুহম্মদ (স) ছিলেন একজন আদর্শ মানব' বাক্যটি নিম্নোক্ত একটি শ্রেণির--** [১৭তম বিসিএস]

(ক) মিশ্র (খ) জটিল (গ) যৌগিক (ঘ) সরল

➢ **কোন বাক্যটিতে সমধাতুজ কর্ম আছে?** [১৫তম বিসিএস]

(ক) সে বই পড়ছে

(খ) সে গভীর চিন্তায় মগ্ন

(গ) সে যে চাল চেলেছে তাতে তাকে ষড়যন্ত্রকারী ছাড়া আর কিছু বলা যায় না

(ঘ) সে ঘুমিয়ে আছে

➢ **যৌগিক বাক্যের অন্যতম গুণ কী?** [১৪তম বিসিএস]

(ক) একটি জটিল ও একটি সরল বাক্যের সাহায্যে বাক্য গঠন

(খ) একটি সংযুক্ত ও একটি বিযুক্ত বাক্যের সাহায্যে বাক্য গঠন

(গ) দুটি সরল বাক্যের সাহায্যে বাক্য গঠন

(ঘ) দুটি মিশ্র বাক্যের সাহায্যে বাক্য গঠন

❑ বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম

➢ তৎসম শব্দের বানানের নিয়ম

✓ যেসব তৎসম শব্দে ই ঈ বা উ ঊ উভয় শুদ্ধ কেবল সেসব শব্দে ই বা উ এবং তার কারচিহ্ন ি ু হবে। যেমন – কিংবদন্তি, চুল্লি, তরণি, ধমনি, ধরণি, নাড়ি, পঞ্জি, পদবি, পল্লি, ভঙ্গি, মঞ্জরি, যুবতি, রচনাবলি, লহরি, শ্রেণি, সরণি, সূচিপত্র; উর্ণা, উষা।

✓ রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন – অর্জ্জন, ঊর্দ্ধ, কর্ম্ম, কার্ত্তিক, কার্য্য, বার্দ্ধক্য, মূর্চ্ছা, সূর্য্য ইত্যাদির পরিবর্তে যথাক্রমে অর্জন, ঊর্ধ্ব, কর্ম, কার্তিক, কার্য, বার্ধক্য, মূর্ছা, সূর্য ইত্যাদি হবে।

✓ সন্ধির ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ পরে থাকলে পূর্ব পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) হবে। যেমন – অহম্ + কার = অহংকার এভাবে ভয়ংকর, সংগীত, শুভংকর, হৃদয়ংগম, সংঘটন। সন্ধিবদ্ধ না হলে ঙ স্থানে ং হবে না।

যেমন – অঙ্ক, আকাঙ্ক্ষা, আতঙ্ক, কঙ্কাল, গঙ্গা, বঙ্গ, লঙ্ঘন, শঙ্কা, শৃঙ্খলা, সঙ্গে, সঙ্গী।

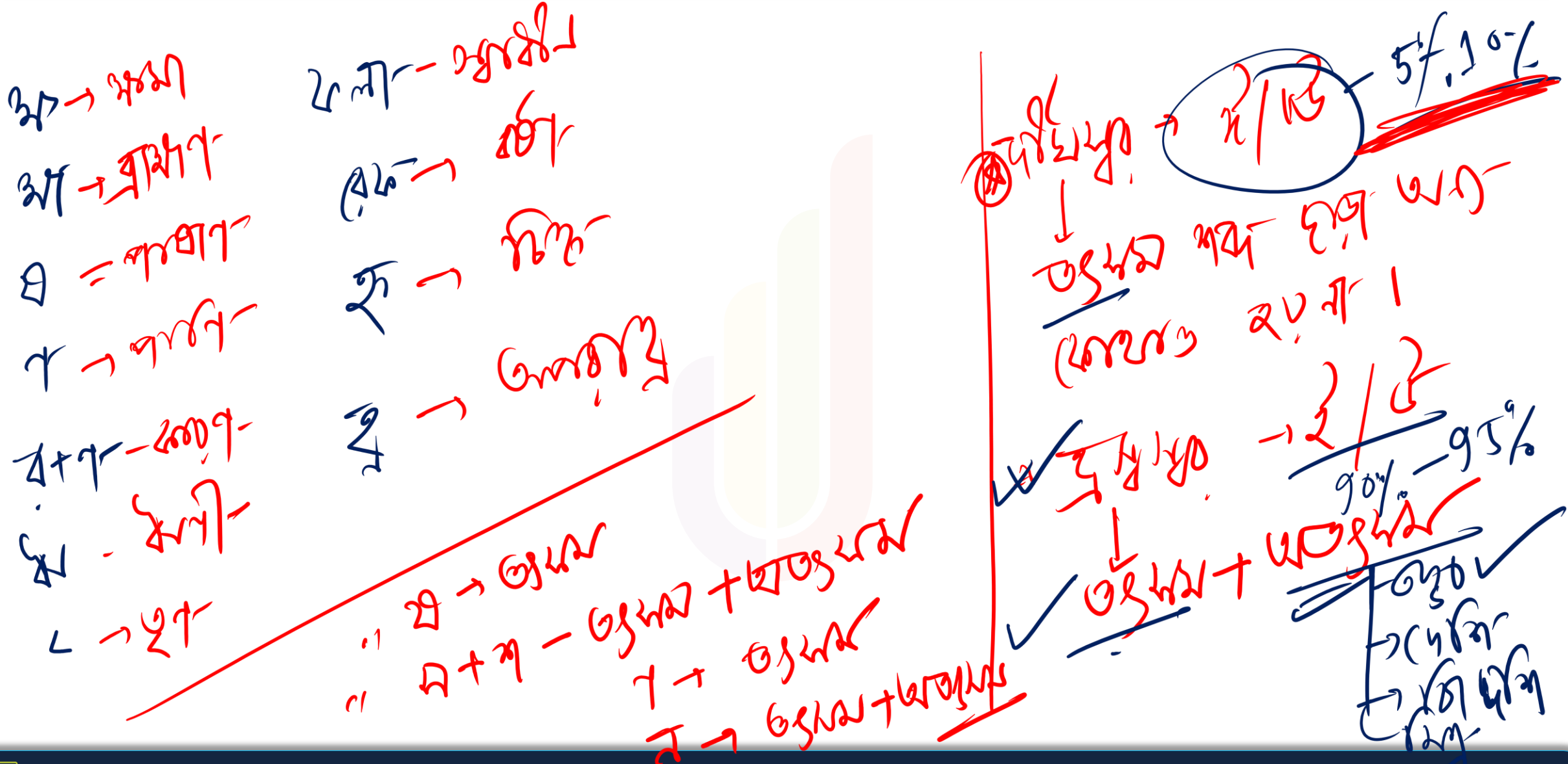

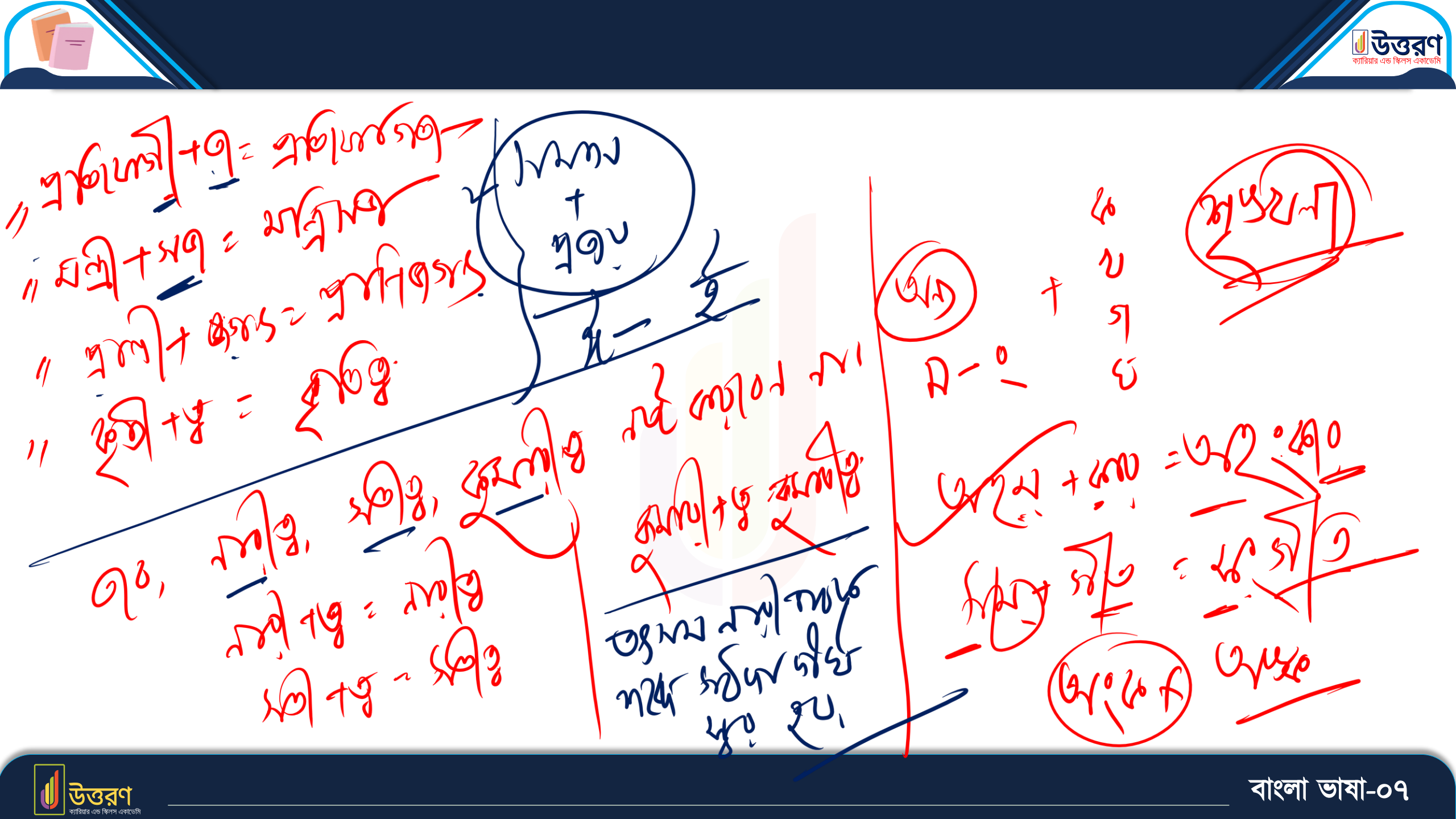

✓ সংস্কৃত ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের দীর্ঘ ঈ-কারান্ত রূপ সমাসবদ্ধ হলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী সেগুলোতে হ্রস্ব ই-কার হয়। যেমন – গুণী→ গুণিজন, প্রাণী→ প্রাণিবিদ্যা, মন্ত্রী→ মন্ত্রিপরিষদ। তবে এগুলোর সমাসবদ্ধ রূপে ঈ-কারের ব্যবহারও চলতে পারে। যেমন – গুণী→ গুণীজন, প্রাণী→ প্রাণীবিদ্যা, মন্ত্রী → মন্ত্রীপরিষদ। ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের সঙ্গে ত্ব ও তা প্রত্যয় যুক্ত হলে ই-কার হবে। যেমন – কৃতী→ কৃতিত্ব, দায়ী→ দায়িত্ব, প্রতিযোগী→ প্রতিযোগিতা, মন্ত্রী → মন্ত্রিত্ব, সহযোগী → সহযোগিতা।

✓ বিসর্গ (ঃ): শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকবে না। যেমন – ইতস্তত, কার্যত, ক্রমশ, পুনঃপুন, প্রথমত, প্রধানত, প্রয়াত, প্রায়শ, ফলত, বস্তুত, মূলত। এছাড়া নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে শব্দমধ্যস্থ বিসর্গ-বর্জিত রূপ গৃহীত হবে। যেমন – দুস্থ, নিস্তব্ধ, নিস্পৃহ, নিশ্বাস ।

➢ অতৎসম শব্দের বানানের নিয়ম

✓ ই, ঈ, উ, ঊ

সকল অতৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দে কেবল ই এবং উ এবং এদের কারচিহ্ন ি ু ব্যবহৃত হবে। যেমন : আরবি, আসামি, ইমান, কাহিনি, চাচি, দাদি, দাবি, দিঘি, দিদি, নানি, বর্ণালি, বাঁশি, বাঙালি, বাড়ি, বিবি, বুড়ি, বেআইনি, বেশি, বোমাবাজি, ভারি (অত্যন্ত অর্থে), মামি, রানি, রুপালি, রেশমি, শাড়ি, সরকারি, সোনালি, চুন, পুব, মুলা, মুলো।

পদাশ্রিত নির্দেশক টি-তে ই-কার হবে। যেমন – ছেলেটি, বইটি, লোকটি।

কি/কী: সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ ও যোজক পদরূপে কী শব্দটি ঈ-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন – এটা কী বই? কী আনন্দ! কী আর বলব? কী করছ? কী করে যাব? কী খেলে? কী জানি? কী দুরাশা! তোমার কী! কী বুদ্ধি নিয়ে এসেছিলে! কী পড়ো? কী যে করি! কী বাংলা কী ইংরেজি উভয় ভাষায় তিনি পারদর্শী। কীভাবে, কীরকম, কীরূপে প্রভৃতি শব্দেও ঈ-কার হবে।

যেসব প্রশ্নবাচক বাক্যের উত্তর হ্যাঁ বা না হবে, সেইসব বাক্যে ব্যবহৃত 'কি' হ্রস্ব ই-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন – তুমি কি যাবে? সে কি এসেছিল?

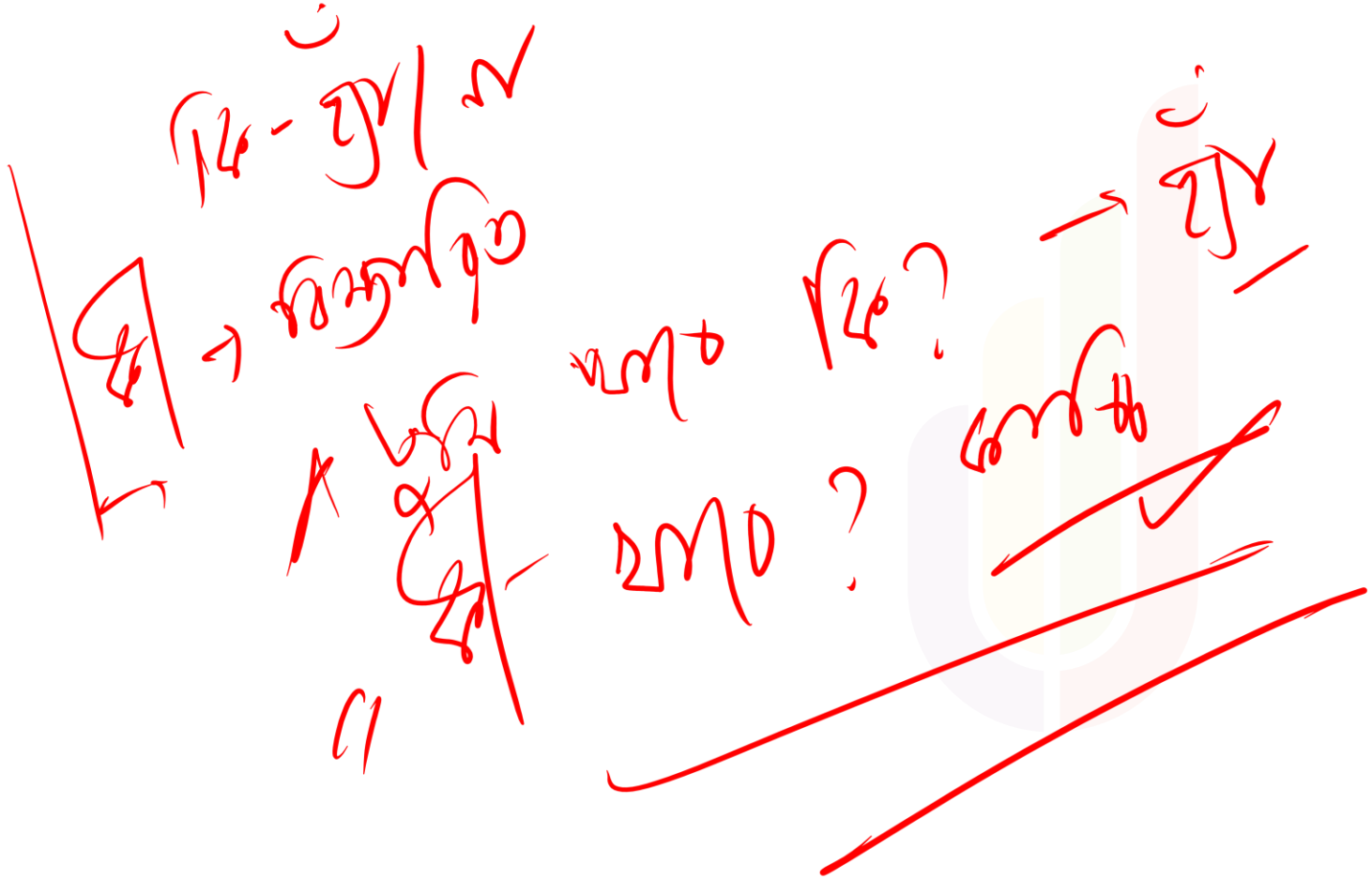

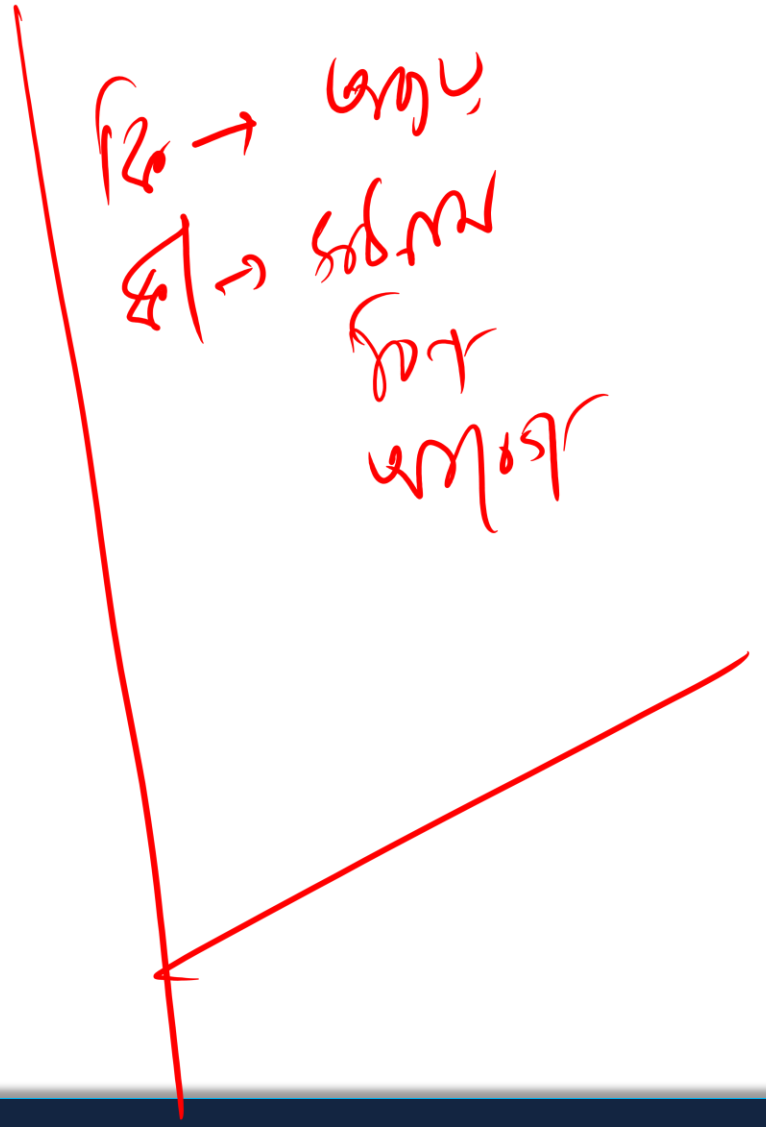

বাংলা বানানের নিয়ম

- ✓ **ক্ষ, খ**

  অতৎসম শব্দ খিদে, খুদ, খুদে, খুর (গবাদি পশুর পায়ের শেষ প্রান্ত), খেত, খ্যাপা ইত্যাদি লেখা হবে।

- ✓ **জ, য**

  বাংলায় প্রচলিত বিদেশি শব্দ সাধারণভাবে বাংলা ভাষার ধ্বনিপদ্ধতি-অনুযায়ী লিখতে হবে। যেমন – কাগজ, জাদু, জাহাজ, জুলুম, জেব্রা, বাজার, হাজার। ইসলাম ধর্ম-সংক্রান্ত কয়েকটি শব্দে বিকল্পে 'য' লেখা যেতে পারে। যেমন আযান, ওযু, কাযা, নামায, মুয়াযযিন, যোহর, রমযান, হযরত।

- ✓ **মূর্ধন্য ণ, দন্ত্য ন**

  অতৎসম শব্দের বানানে ণ ব্যবহার করা হবে না। যেমন – অঘ্রান, ইরান, কান, কোরান, গভর্নর, গুনতি, গোনা, ঝরনা, ধরন, পরান, রানি, সোনা, হর্ন। তৎসম শব্দে ট ঠ ড ঢ-য়ের পূর্বে যুক্ত নাসিক্যবর্ণ ণ হয়, যেমন – কণ্টক, প্রচণ্ড, লুণ্ঠন। কিন্তু অতৎসম শব্দের ক্ষেত্রে ট ঠ ড ঢ-য়ের আগে কেবল ন হবে। যেমন – গুন্ডা, ঝান্ডা, ঠান্ডা, ডান্ডা, লন্ঠন।

বাংলা বানানের নিয়ম

✓ শ, ষ, স

অতৎসম শব্দের ক্ষেত্রে 'ষ' ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। যেমন – কিশমিশ, নাশতা, পোশাক, বেহেশত, ইসলাম, তসলিম, মুসলমান, মুসলিম, সালাত, সালাম; এশা, শাওয়াল (হিজরি মাস), শাবান (হিজরি মাস)।

ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশি ধ্বনির জন্য S স এবং sh, -sion, -ssion, -tion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য শ ব্যবহৃত হবে। যেমন – পাসপোর্ট, বাস; ক্যাশ; টেলিভিশন; মিশন, সেশন; রেশন, স্টেশন।

যেখানে বাংলায় বিদেশি শব্দের বানান পরিবর্তিত হয়ে স ছ-এর রূপ লাভ করেছে সেখানে ছ-এর ব্যবহার থাকবে। যেমন – তছনছ, পছন্দ, মিছরি, মিছিল।

✓ বিদেশি শব্দ ও যুক্তবর্ণ

বাংলায় বিদেশি শব্দের আদিতে বর্ণ বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। এগুলো যুক্তবর্ণ দিয়ে লিখতে হবে। যেমন – স্টেশন, স্ট্রিট, স্প্রিং। তবে অন্য ক্ষেত্রে বিশ্লেষ করা যায়। যেমন – মার্কস, শেকসপিয়র, ইসরাফিল।

✓ ঊর্ধ্ব-কমা

ঊর্ধ্বকমা যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন – বলে (বলিয়া), হয়ে, দুজন, চাল (চাউল), আল (আইল)।

➢ বিবিধ নিয়ম

✓ সমাসবদ্ধ শব্দগুলো যথাসম্ভব একসঙ্গে লিখতে হবে। যেমন – অদৃষ্টপূর্ব, অনাস্বাদিতপূর্ব, নেশাগ্রস্ত, পিতাপুত্র, পূর্বপরিচিত, বিষাদমণ্ডিত, মঙ্গলবার, রবিবার, লক্ষ্যভ্রষ্ট, সংবাদপত্র, সংযতবাক, সমস্যাপূর্ণ, স্বভাবগতভাবে।

বিশেষ প্রয়োজনে (দ্বন্দ্ব সামাস) সমাসবদ্ধ শব্দটিকে এক বা একাধিক হাইফেন (-) দিয়ে যুক্ত করা যায়। যেমন – কিছু-না-কিছু, জল-স্থল-আকাশ, বাপ-বেটা, বেটা-বেটি, মা-ছেলে, মা-মেয়ে।

✓ বিশেষণ পদ সাধারণভাবে পরবর্তী পদের সঙ্গে যুক্ত হবে না। যেমন – ভালো দিন, লাল গোলাপ, সুগন্ধ ফুল, সুনীল আকাশ, সুন্দরী মেয়ে, স্তব্ধ মধ্যাহ্ন।

✓ না বাচক না এবং নি-এর প্রথমটি (না) স্বতন্ত্র পদ হিসেবে এবং দ্বিতীয়টি (নি) সমাসবদ্ধ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। যেমন – করি না, কিন্তু করিনি।

এছাড়া শব্দের পূর্বে না-বাচক উপসর্গ 'না' উত্তরপদের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। যেমন – নাবালক, নারাজ, নাহক।

অর্থ পরিস্ফুট করার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুভূত হলে না-এর পর হাইফেন ব্যবহার করা যায়। যেমন – না-গোনা পাখি, না-বলা বাণী, না-শোনা কথা।

বাংলা বানানের নিয়ম

- ✓ অধিকতর অর্থে ব্যবহৃত 'ও' প্রত্যয় শব্দের সঙ্গে কার-চিহ্ন শব্দের পরে যুক্ত হবে । যেমন – আজও, আমারও, কালও, তোমারও।
- ✓ নিশ্চয়ার্থক 'ই' শব্দের সঙ্গে কার-চিহ্ন রূপে যুক্ত না হয়ে পূর্ণ রূপে শব্দের পরে যুক্ত হবে। যেমন – আজই, এখনই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নাম এই নিয়মের আওতাভুক্ত নয়।

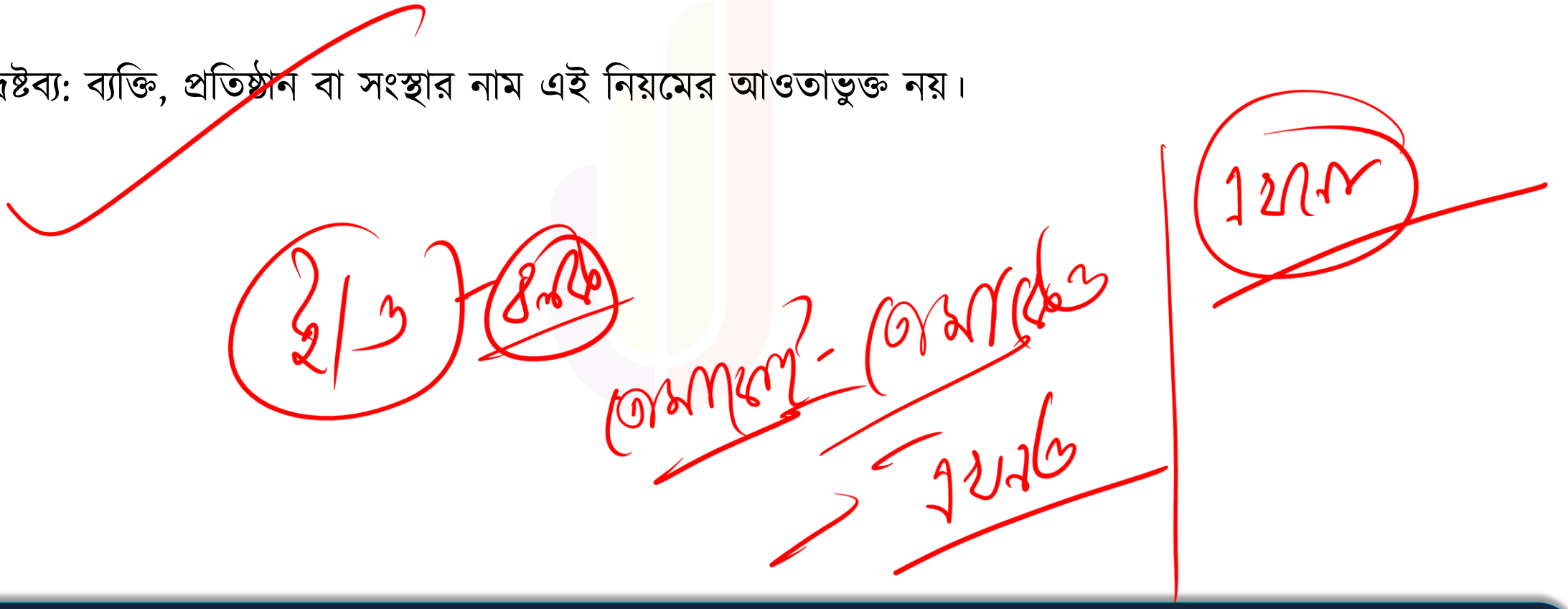

❑ শব্দের শুদ্ধিকরণ

➢ 'তা' এবং 'ত্ব' হলো বিশেষ্যবাচক প্রত্যয় যা কেবল বিশেষণ শব্দকে বিশেষ্য করে। তাই বিশেষ্য শব্দের সঙ্গে আবারো 'তা' বা 'ত্ব' যুক্ত করলে ভুল হবে। যেমন – 'উৎকর্ষ' বিশেষ্য শব্দের সাথে আবারো বিশেষ্যবাচক 'তা' প্রত্যয় যুক্ত করলে ভুল বলে গণ্য হবে।

ভুল	শুদ্ধ	ভুল	শুদ্ধ
দারিদ্র্যতা	দারিদ্র্য/দরিদ্রতা	সৌন্দর্যতা	সৌন্দর্য/সুন্দরতা

➢ 'আলি' ও 'অঞ্জলি' প্রত্যয় যুক্ত সকল বানানে ই-কার (ি) হবে। যেমন – শ্রদ্ধাঞ্জলি, গীতাঞ্জলি, পুষ্পাঞ্জলি, গোড়ালি, মিতালি, চৈতালি, সোনালি, রুপালি ইত্যাদি।

➢ 'আয়ত্ত' যুক্ত কোনো বানানে 'ত্ত্ব' হবে না। যেমন –

ভুল	শুদ্ধ	ভুল	শুদ্ধ	ভুল	শুদ্ধ
করায়ত্ত্ব	করায়ত্ত	স্বায়ত্ত্ব	স্বায়ত্ত	রাষ্ট্রায়ত্ত্ব	রাষ্ট্রায়ত্ত

বাংলা বানানের নিয়ম

➢ যে সকল শব্দের শেষে ঈ-কার (ী) আছে তাদের শেষে তা, ত্ব, নী, ণী, সভা, জগৎ, বাচক, বিদ্যা, পরিষদ ইত্যাদি যুক্ত হলে ঈ-কার স্থলে ই-কার (ি) হয়। যেমন–

প্রতিযোগী	-	প্রতিযোগিতা
অধিকারী	-	অধিকারিত্ব
দায়ী	-	দায়িত্ব
বিরহী	-	বিরহিনী
প্রতিদ্বন্দ্বী	-	প্রতিদ্বন্দ্বিতা
মন্ত্রী	-	মন্ত্রিপরিষদ
প্রাণী	-	প্রাণিজগৎ/প্রাণিবিদ্যা
সহমর্মী	-	সহমর্মিতা
গৃহী	-	গৃহিনী

বাংলা বানানের নিয়ম

- ‘অদ্ভুত’ ছাড়া, আর সকল ‘ভূত’ বানানে ঊ-কার (ূ) হবে। যেমন – ভূত, ভূতুড়ে, বিভূত, প্রভূত, পরাভূত, অভিভূত, একীভূত, দ্রবীভূত, উদ্ভূত, বশীভূত ইত্যাদি।
- প্র, পরা, পূর্ব, অপর-এই চারটির পরে ‘অহ্ন’ শব্দ যুক্ত হলে দন্ত-ন স্থলে মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন – প্রাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ; কিন্তু মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন বানানে দন্ত-ন হয়।
- বাহী, জীবী বানানে ঈ-কার (ী) হয়। যেমন – পরিবাহী, নির্বাহী, কর্মজীবী, শ্রমজীবী।
- সন্ধি সাধিত বানানগুলো শিখে রাখতে হবে। যেমন – কটূক্তি, মরূদ্যান, অত্যধিক, জাত্যভিমান, আদ্যন্ত, পশ্চাধম, ব্যভিচার, প্রত্যূষ, প্রত্যহ, যদ্যপি, অত্যন্ত, দুরবস্থা, উপর্যুক্ত, উপর্যুপরি।
- ‘দু/দূ’ যুক্ত শব্দে খারাপ অর্থ বোঝালে ‘দু’ এবং ‘দূরত্ব’ বোঝালে ‘দূ’ হয়। যেমন – দু–দুঃশাসন, দুঃসহ, দুর্নাম, দুরবস্থা, দুর্বিষহ, দুর্গম, দুর্গন্ধ, দুর্জন, দুর্ঘটনা, দুর্বিনীত, দুর্নীতি, দুর্ভিক্ষ, দুষ্প্রাপ্য ইত্যাদি।
  দূ–দূর, দূরত্ব, দূরদর্শী, দূরপাল্লা, দূরপ্রাচ্য, দূরবীক্ষণ ইত্যাদি।
  ব্যতিক্রম: দূত, দূর্বা, দূষিত (শুদ্ধ)
- আলি, আবলি যুক্ত শব্দে ঈ-কার হয় না। যেমন – কার্যাবলি, পুস্তকাবলি, সোনালি, রুপালি, বর্ণালি, পুবালি ইত্যদি।

বাংলা বানানের নিয়ম

- ভাষা ও জাতির নামে ই-কার (ি) হয়। যেমন –
  ভাষা– আরবি, ফরাসি, ফারসি, সিংহলি ইত্যাদিপ্ল
  জাতি– বাংলাদেশি, ফরাসি, পাকিস্তানি ইত্যাদি।
- সত্ত্ব, স্বত্ব ও সত্ত্বেও বানানগুলো জেনে রাখতে হবে।
  সত্ত্ব– বিদ্যমান অর্থে। যেমন – অন্তঃসত্ত্বা, সাত্ত্বিক (গুণ সম্পন্ন), আমসত্ত্ব
  স্বত্ব– মালিকানা অর্থে। যেমন – স্বত্বাধিকার।
  সত্ত্বেও– কোনো কিছু হলেও বা ঘটলেও অর্থে।
- 'স্থ' ও 'স্ত' যুক্ত শব্দের ক্ষেত্রে-
  স্থ– 'স্থ' যুক্ত শব্দটি থেকে 'স্থ' বাদ দিলে যদি অবশিষ্ট শব্দের অর্থ থাকে তবে সে শব্দে 'স্থ' যুক্ত হয়।
  যেমন – গৃহস্থ, নিকটস্থ, অন্তঃস্থ, মুখস্থ, প্রকৃতিস্থ, পকেটস্থ, ঠোঁটস্থ, তটস্থ, দ্বারস্থ ইত্যাদি।
  স্ত– 'স্ত' যুক্ত শব্দটি থেকে 'স্ত' বাদ দিলে যদি অবশিষ্ট শব্দের অর্থ না থাকে তবে সে সব শব্দে 'স্ত' যুক্ত হয়।
  যেমন – আশ্বস্ত, অস্ত, গ্রস্ত, প্রশস্ত, বিধস্ত, স্বস্তি, বিপর্যস্ত, অভ্যস্ত, পরাস্ত ইত্যাদি।
- গামী, মুখী শব্দে ঈ-কার হয়। যেমন –
  গামী– অনুগামী, দ্রুতগামী, অগ্রগামী, ঊর্ধ্বগামী, পশ্চাদ্‌গামী।
  মুখী– মারমুখী, অভিমুখী, কর্মমুখী, বহুমুখী ইত্যাদি।

➢ **বাংলা একাডেমির 'প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম' কত সালে প্রণীত হয়?** [৪৬তম বিসিএস]

(ক) ১৯৯০ (খ) ১৯৯২ (গ) ১৯৯৪ (ঘ) ১৯৯৬

➢ **কোন বানানটি শুদ্ধ?** [৪৬তম বিসিএস]

(ক) মুলো (খ) মুলা (গ) ধুলি (ঘ) ধূলো

➢ **শুদ্ধ বানানের গুচ্ছ কোনটি?** [৪৫তম বিসিএস]

(ক) শিরশ্ছেদ, দরিদ্রতা, সমীচীন (খ) শিরোশ্ছেদ, দারিদ্র, সমীচিন

(গ) শিরঃশ্ছেদ, দরিদ্রতা, সমিচীন (ঘ) শিরচ্ছেদ, দরিদ্রতা, সমীচীন

➢ **'সুনামীর তান্ডবে অনেকেই সর্বশান্ত হয়েছে।'– বাক্যটিতে কয়টি ভুল আছে?** [৪৫তম বিসিএস]

(ক) একটি (খ) দুটি (গ) তিনটি (ঘ) ভুল নেই

➢ **শুদ্ধ বানান কোনটি?** [৪৪তম, ২১তম, ১০তম বিসিএস]

(ক) মুমুর্ষু (খ) মূমুর্ষূ (গ) মুমূর্ষু (ঘ) মূমূর্ষু

➢ **ভুল বানান কোনটি?** [৪৩তম বিসিএস]

(ক) ভূবন (খ) অন্তঃসার (গ) মুহূর্ত (ঘ) অদ্ভুত

➢ **কোনটি শুদ্ধ নয়?** [৪২তম বিসিএস]

(ক) যন্ত্রনা (খ) শূদ্র (গ) সহযোগিতা (ঘ) স্বতঃস্ফূর্ত

➢ **কোন বানানটি শুদ্ধ?** [৪১তম বিসিএস]

(ক) মনোকষ্ট (খ) মনঃকষ্ট (গ) মণকষ্ট (ঘ) মনকস্ট

➢ **কোন বানানটি শুদ্ধ?** [৪১তম বিসিএস]

(ক) পুরষ্কার (খ) আবিস্কার (গ) সময়পোযোগী (ঘ) স্বত্ব

➢ **কোনটি শুদ্ধ বানান?** [৪০তম বিসিএস]

(ক) প্রজ্বল (খ) প্রোজ্জল (গ) প্রোজ্বল (ঘ) প্রোজ্জ্বল

➢ **কোন শব্দটি শুদ্ধ বানানে লেখা হয়েছে?** [৩৮তম বিসিএস]

(ক) শূণ্য (খ) ত্রিভুজ (গ) পূন্য (ঘ) ভূবন

➢ **কোনটি শুদ্ধ বানান?** [৩৮তম বিসিএস]

(ক) স্বায়ত্ত্বশাসন (খ) সায়ত্তশাসন (গ) সায়ত্ত্বশাসন (ঘ) স্বায়ত্বশাসন

➢ **নিচের কোন বানানগুচ্ছের সবগুলো বানানই অশুদ্ধ?** [৩৭তম বিসিএস]

(ক) নিক্কণ, সূচগ্র, অনুর্ধ্ব (খ) অনূর্বর, ঊর্ধ্বগামী, শুদ্ধ্যশুদ্ধি

(গ) ভূরিভূরি, ভূঁড়িওয়ালা, মাতৃষ্বসা (ঘ) রানি, বিকিরণ, দুরতিক্রম্য

➢ **সঠিক বানান কোনটি?** [৩৬তম বিসিএস]

(ক) কূসংস্কার (খ) কুসংকার (গ) কুসংস্কার (ঘ) কূশংস্কার

উত্তরণ ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

➢ **কোন বানানটি শুদ্ধ?** [৩৫তম বিসিএস]

(ক) প্রতিযোগিতা (খ) সহযোগীতা (গ) শ্রদ্ধাঞ্জলী (ঘ) প্রতিযোগীতা

➢ **"পুরষ্কার-বিতরণী অনুষ্ঠানের পরিবেশ এত অপরিস্কার"— বাক্যটির নিম্নরেখ পদে ষ/স ব্যবহারে —** [৩৫তম বিসিএস]

(ক) প্রথমটি অশুদ্ধ, দ্বিতীয়টি শুদ্ধ (খ) প্রথমটি শুদ্ধ, দ্বিতীয়টি অশুদ্ধ

(গ) দুটোই অশুদ্ধ (ঘ) দুটোই শুদ্ধ

➢ **নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?** [৩৫তম বিসিএস]

(ক) মনীষী (খ) মনিষি (গ) মনীষি (ঘ) মনিষী

➢ **কোনটি শুদ্ধ বানান?** [৩৫তম বিসিএস]

(ক) স্বশুর (খ) শ্বসুর (গ) শশুর (ঘ) শ্বশুর

➢ **কোন বানানটি শুদ্ধ নয়?** [৩৩তম বিসিএস]

(ক) দরিদ্রতা (খ) উপযোগিতা (গ) শ্রদ্ধাঞ্জলি (ঘ) উর্দ্ধ

➢ **কোনটি সঠিক বানান?** [৩৩তম, ৩১তম বিসিএস]

(ক) নিশিথিনী (খ) নীশিথিনী (গ) নিশীথিনী (ঘ) নিশিথিনি

➢ **কোন বানানটি শুদ্ধ?** [৩৩তম বিসিএস]

(ক) পিপিলিকা (খ) পিপীলিকা (গ) পীপিলিকা (ঘ) রোহিনী

➢ **কোনটি শুদ্ধ বানান?** [৩২তম বিসিএস]

(ক) আকাংখা (খ) আকাঙ্ক্ষা (গ) আকাঙ্খা (ঘ) আকাংক্ষা

➢ **কোনটি শুদ্ধ বানান?** [২৫তম বিসিএস]

(ক) দন্দ (খ) দ্বন্দ (গ) দ্বন্দ্ব (ঘ) দন্ব

➢ **শুদ্ধ বানানের শব্দগুচ্ছ শনাক্ত করুন-** [২৩তম বিসিএস]

(ক) ভবিষ্যত, ভৌগলিক, যক্ষ্মা (খ) যশলাভ, সদ্যোজাত, সম্বর্ধনা

(গ) স্বায়ত্তশাসন, আভ্যন্তর, জন্মবার্ষিক (ঘ) ঐক্যতান, কেবলমাত্র, উপরোক্ত

➢ **কোন বানানটি শুদ্ধ?** [২১তম বিসিএস]

(ক) সূচিষ্মিতা (খ) সূচিস্মিতা (গ) সুচীস্মিতা (ঘ) শুচিস্মিতা

➢ **কোন বানানটি শুদ্ধ?** [২০তম বিসিএস]

(ক) শুশ্রুষা (খ) সুশ্রুষা (গ) শুশ্রূষা (ঘ) সুশ্রুসা

➢ **কোন বানানটি শুদ্ধ?** [১৮তম বিসিএস]

(ক) সমীচীন (খ) সমিচীন (গ) সমীচিন (ঘ) সমিচিন

➢ **শুদ্ধ বানানটি নির্দেশ করুন-** [১৫তম বিসিএস]

(ক) মুহুর্মুহু (খ) মূহুর্মুহু (গ) মুর্হমূহু (ঘ) মুর্হুর্মূহু

➢ **কোন বানানটি শুদ্ধ?** [১৪তম বিসিএস]

(ক) বিভিসীকা (খ) বিভীষিকা (গ) বীভিষিকা (ঘ) বীভিষীকা

➢ **বাংলা বানান রীতি অনুযায়ী একই শব্দের কোন দুটি বানানই শুদ্ধ?** [১৩তম বিসিএস]

(ক) হাতি/হাতী (খ) নারি/নারী (গ) জাতি/জাতী (ঘ) দাদি/দাদী

➢ **কোন বানানটি শুদ্ধ?** [১২তম বিসিএস]

(ক) পাষাণ (খ) পাষান (গ) পাসান (ঘ) পাশান

➢ **কোনটি শুদ্ধ?** [১১তম বিসিএস]

(ক) সৌজন্নতা (খ) সৌজন্যতা (গ) সৌজনতা (ঘ) সৌজন্য

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

Facebook Page
https://www.facebook.com/uttoronacademy

Facebook Group (BCS উত্তরণ)
https://www.facebook.com/groups/www.uttoron.academy

YouTube Channel
https://www.youtube.com/@Uttoron

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

BCS অনলাইন ও অফলাইনের সমন্বয়ে গোছানো প্রস্তুতি
(https://www.youtube.com/watch?v=MFKW8FSNnP0)

একটি উদ্যোগ-উন্মেষ প্রতিষ্ঠান

09666775566
www.uttoron.academy